কয়েক মাসের খবর (১ আগস্ট-১৪ অক্টোবর, ২০১৮)

নিরাপদ সড়ক ও কোটা সংস্কার আন্দোলন

কারাগারে সাত নেতা, বাকিরা পালিয়ে

১২ আগস্ট ২০১৮, প্রথম আলো

ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের নির্মম হাতুড়িপেটায় রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী তরিকুল ইসলামের পায়ের হাড় ভেঙে গিয়েছিল। আঘাত পেয়েছিলেন মেরুদণ্ড ও মাথায়। মাথার আঘাতটা ভালো হয়েছে, কিন্তু মেরুদণ্ডের ব্যথা রয়ে গেছে। সবচেয়ে খারাপ অবস্থা পায়ের।

শুধু তরিকুল ইসলামই নন, কোটা সংস্কার আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত বেশ কয়েকজন নেতা-কর্মী ছাত্রলীগের নেতা-কর্মীদের মারধরে আহত হয়েছিলেন। গত ৩০ জুন থেকে পরের এক সপ্তাহ ধরে চলা হামলায় ১২ জন হাসপাতালে ভর্তি হয়েছিলেন। তবে সরকারি হাসপাতালে তাঁদের ভালো করে চিকিৎসা করা হয়নি। পরে গোপনে চিকিৎসা নিয়ে একধরনের 'পলাতক' জীবন যাপন করছেন। পুলিশের হাতে আটক হয়েছিলেন ১১ জন আন্দোলনকারী। একাধিক মামলায় এখনো কারাগারে আছেন সাতজন শিক্ষার্থী। সব মিলিয়ে চাকরির জন্য আন্দোলন করতে গিয়ে স্বাভাবিক জীবন থেকেই দূরে থাকতে হচ্ছে আন্দোলনকারী শিক্ষার্থীদের।...

বাংলাদেশ নিরাপদ সড ক আন্দোলন: শিক্ষার্থীরা মুক্তি পেলেও মামলা থাকায় শঙ্কা

২৩ অগাস্ট ২০১৮, বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশে নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনের জেরে আটক শিক্ষার্থীদের দু-একজন বাদে সবাইকে জামিনে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তবে মুক্তিপ্রাপ্তদের কয়েকজন নাম প্রকাশ না করার শর্তে বিবিসিকে বলেছেন, জামিন পেলেও মামলা ঝুলে থাকায় তাদের ক্রমাগত শঙ্কার ভেতরে থাকতে হচ্ছে।

নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে আটকদের মধ্যে ৫১ জন ছিলেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নগরীর বিভিন্ন বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী। তাদের সকলেই ঈদের আগে জামিনে মুক্তি পেয়েছেন। এমন দ'জন শিক্ষার্থী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন,মামলা প্রত্যাহার না হওয়ায় এখনও তাদের মধ্যে ভয় রয়েছে। তাদের কয়েকজনের অভিভাবকের সাথে যোগাযোগ করা হলে তারা বিষয়গুলো নিয়ে আর কথা বাড়াতেই রাজী নন। এর আগে সরকারি চাকরিতে কোটা সংস্কারের দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের আন্দোলনের নেতাদের যাদের গ্রেফতার করা হয়েছিল, তাদেরও জামিনে মুক্তি মিলেছে ঈদের আগে।...

শহিদুল আলমের জামিন শুনানিতে বিব্রত বিচারক

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮, সমকাল

তথ্য ও যোগাযোগ প্রযুক্তি আইনের মামলায় আলোকচিত্রী শহিদুল আলমের জামিন আবেদনের শুনানিতে বিব্রত বোধ করেছেন হাইকোর্ট। মঙ্গলবার বিচারপতি মো. রুহুল কুদ্দুস ও বিচারপতি খন্দকার দিলীরুজ্জামানের সমন্বয়ে গঠিত হাইকোর্ট বেঞ্চে এই ঘটনা ঘটে।

বেঞ্চের একজন বিচারপতি বিব্রত বোধ করেছেন বলে জানিয়েছেন আদালত। তবে তার নাম এবং কী কারণে তিনি বিব্রতবোধ করেছেন তা প্রকাশ করা হয়নি।

১২ শিক্ষার্থীকে তুলে নেওয়ার অভিযোগ পরিবারের, মুক্তি দাবি

০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

রাজধানীর মহাখালী ও তেজগাঁও এলাকা থেকে গত বুধবার (৫ সেপ্টেম্বর) অভিযান চালিয়ে পুলিশ ১২ শিক্ষার্থীকে তুলে নিয়েছে বলে দাবি করেছে তাদের পরিবার। একইসঙ্গে এসব শিক্ষার্থীর মুক্তির জোরালো দাবি জানানো হয়েছে।

এসব শিক্ষার্থীর পরিবারের সদস্যরা অভিযোগ করেন, গত ৭ সেপ্টেম্বর এই শিক্ষার্থীদের আদালতে তোলার কথা থাকলেও এখন পর্যন্ত তাদের বেআইনিভাবে আটকে রেখেছে পুলিশ।

সাইফুলাহ বিন মনসুর নামের এক শিক্ষার্থীর বাবা মনসুর রহমান সংবাদ সম্মেলনে বলেন, 'গত ৫ সেপ্টেম্বর মহাখালী ও তেজগাঁও এলাকায় অভিযান চালিয়ে বেশ কয়েকজন শিক্ষার্থীর পাশাপাশি এই ১২ জনকেও ধরে নিয়ে যায় পুলিশ। এরমধ্যে সিফাত নামের এক শিক্ষার্থীসহ আরও কয়েকজনকে ঢাকা মহানগর পুলিশের গোয়েন্দা বিভাগ (ডিবি) কার্যালয় থেকে ছেড়ে দেওয়া হলেও মুক্তি মেলেনি ১২ জনের।'

ছাড়া পাওয়া সিফাতের বরাতে সাইফুলাহর বাবা মনসুর রহমান জানান, 'শিক্ষার্থীদের ডিবি কার্যালয়ে আটকে রেখে নির্যাতন চালানো হচ্ছে।' তিনি বলেন, 'আইনশৃঙ্খলা বাহিনী আটকের কথা অস্বীকার করায় আমরা খুবই উদ্বিগ্ন।'

ছেলেদের পাওয়া গেছে, তাতেই খুশি অভিভাবক

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

চার দিন লুকোচুরির পর অবশেষে ১২ শিক্ষার্থীকে গ্রেপ্তার দেখানো হলো। গতকাল সোমবার তাঁদের বিরুদ্ধে সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মামলায় আদালতে হাজির করা হয়। শিক্ষার্থীদের পক্ষে আইনজীবীরা বলেন, আইন অমান্য করে তাঁদের পাঁচ দিন আটকে রেখে আদালতে উপস্থাপন করা হয়েছে। ঢাকার মহানগর হাকিম এই শিক্ষার্থীদের দুই দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

গ্রেপ্তার হওয়া শিক্ষার্থীদের অভিভাবকেরা তাঁদের সন্তানদের আদালতে উপস্থাপন করায় খুশি। গত রোববার ক্রাইম রিপোর্টার্স অ্যাসোসিয়েশন মিলনায়তনে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে পরিবারগুলো উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেছিল, পুলিশ তাঁদের সন্তানদের ধরে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা নিয়ে লুকোচুরি করছে। তারা সত্যিই কোনো অপরাধের সঙ্গে জড়িত থাকলে তাঁদের যেন আদালতে উপস্থাপন করা হয়।

গতকাল সন্ধ্যায় সিফাত বিন মানসুর ও সাইফুলাহ বিন মানসুরের বাবা মানসুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, 'সাইফুলাহকে কোর্টে তুলেছে। দুই দিনের রিমান্ডে নিয়েছে। তাতেও আমি খুশি। ছেলেকে পাওয়া তো গেছে!'

প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির চাকরিতে কোটা বাতিল করে পরিপত্র জারি

০৪ অক্টোবর ২০১৮, প্রথম আলো

নবম থেকে ১৩তম গ্রেডের (প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণি) সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটা বাতিল করে পরিপত্র জারি করেছে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়। আজ বৃহস্পতিবার এই পরিপত্র জারি করা হয়।

শিক্ষার্থী ও চাকরিপ্রার্থীদের দীর্ঘদিনের আন্দোলনের পর গতকাল বুধবারই নবম থেকে ১৩ তম গ্রেডের সরকারি চাকরিতে বিদ্যমান কোটা বাতিলের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয় মন্ত্রিসভা। পরদিনই পরিপত্র জারি হলো। এর মাধ্যমে ৪৬ বছর ধরে প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণির সরকারি চাকরিতে যে কোটা ব্যবস্থা ছিল তা বাতিল হয়ে গেল।

পরিপত্রে বলা হয়, সব সরকারি দপ্তর, স্বায়ত্তশাসিত বা আধা স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান ও বিভিন্ন করপোরেশনের চাকরিতে সরাসরি নিয়োগের ক্ষেত্রে নবম গ্রেড (আগের প্রথম শ্রেণি) এবং ১০ থেকে ১৩ তম গ্রেডে (আগের দ্বিতীয় শ্রেণি) মেধার ভিত্তিতে নিয়োগ করা হবে এবং বিদ্যমান কোটা বাতিল করা হলো।

আইন শৃঙ্খলা ও জননিরাপত্তা

ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তিতে লাইক ও শেয়ার, শিক্ষক গ্রেপ্তার

১৪ আগস্ট ২০১৮, প্রথম আলো

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটূক্তি করে দেওয়া স্ট্যাটাস লাইক ও শেয়ার দেওয়ার অভিযোগে কুষ্টিয়ার কুমারখালীতে একটি মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষককে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। ওই

শিক্ষকের নাম মকছেদ আলী। তিনি কুমারখালী শহরের জেএন মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক।...

চাঁদাবাজির মামলায় যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল রিমান্ডে

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

যাত্রী কল্যাণ সমিতির মহাসচিব মোজাম্মেল হক চৌধুরীর আইনজীবী জ্যোতির্ময় বড়ুয়া আদালতে দাবি করেছেন, চাঁদাবাজির মামলার আসামি মোজাম্মেল আর গ্রেপ্তার হওয়া মোজাম্মেল এক ব্যক্তি নন। গ্রেপ্তার হওয়া মোজাম্মেলকে সবাই চেনেন। যাত্রীদের অধিকার আদায়ে বহু বছর ধরে তিনি কাজ করে আসছেন।

জ্যোতির্ময় বড়ুয়া আদালতকে বলেন, মামলায় যে মোজাম্মেলকে আসামি করা হয়েছে, তাঁর বাবা-মা কিংবা তাঁর কোনো ঠিকানা সেখানে নেই। গ্রেপ্তার মোজাম্মেল হক চৌধুরীর পক্ষে রিমান্ড বাতিল চেয়ে জামিন শুনানির সময় আজ বৃহস্পতিবার ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালতে তিনি এসব কথা বলেন। কিন্তু আদালত আবেদন নাকচ করে মোজাম্মেলের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। মিরপুর থানা-পুলিশ তাঁর সাত দিনের রিমান্ড চেয়েছিল।

চাঁদাবাজির এ মামলাকে সাজানো দাবি করে জ্যোতির্ময় বড়ুয়া আদালতকে বলেন, 'মোজাম্মেল যাতে যাত্রীদের অধিকার আদায়ে কথা না বলতে পারেন, সে জন্য সাজানো মামলায় তাঁকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

রূপগঞ্জে লাশ উদ্ধার: ডিবি পরিচয়ে বাস থেকে তুলে নেওয়ার দাবি স্বজনদের

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

পূর্বাচলে তিন যুবকের গুলিবিদ্ধ লাশ উদ্ধারনারায়ণগঞ্জের রূপগঞ্জের পূর্বাচল উপশহর থেকে গুলিবিদ্ধ তিন যুবকের পরিচয় মিলেছে। নিহতরা হলেন, রাজধানীর নিকুঞ্জ এলাকার শহীদুল্লাহর ছেলে সোহাগ ভূঁইয়া (৩২), মুগদা মান্ডা এলাকার আব্দুল মান্নানের ছেলে শিমুল আজাদ (৩০)। একই এলাকার আব্দুল ওয়াহাবের ছেলে ও শিমুল আজাদের ভায়রা নুর হোসেন বাবু (৩০)। তার গ্রামের বাড়ি মুন্সীগঞ্জের টঙ্গিবাড়ির এলাকায়।

স্বজনদের দাবি, বুধবার (১২ সেপ্টেম্বর) শিমুল আজাদের গ্রামের বাড়ি ঝিনাইদহ বেড়াতে যাওয়ার জন্য বের হয় তিনজন। যাওয়ার পথে মাওয়া ফেরী পার হওয়ার পর ডিবি পুলিশ পরিচয়ে তাদেরকে যাত্রীবাহী বাস থেকে নামিয়ে তুলে নিয়ে যায়। এরপর থেকে তারা নিখোঁজ ছিলেন।

আইন ও সালিশ কেন্দ্রের প্রতিবেদন: ৯ মাসে 'বন্দুকযুদ্ধে' নিহত ৪১৩

৩০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

দেশে গত নয় মাসে আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সঙ্গে বন্দুকযুদ্ধে ৪১৩ জন নিহত হয়েছে। এরমধ্যে গত ৪ মে থেকে চলমান মাদকবিরোধী অভিযানের জেরে নিহত হয়েছেন ২৬০ জন। মানবাধিকার সংগঠন আইন ও সালিশ কেন্দ্র (আসক) রবিবার (৩০ সেপ্টেম্বর) এক প্রতিবেদনে এ তথ্য জানিয়েছে।...

আসক বলেছে, গত নয় মাসে দেশে ১৯৪টি রাজনৈতিক সংঘাতে ২০ জন নিহত এবং দুই হাজার ৬০৯ জন আহত হয়েছেন। গণপিটুনিতে মারা গেছেন ৩৬ জন। কারা হেফাজতে মারা গেছেন ৬২ জন। এ সময়ে নারী নির্যাতনেরও অনেক ঘটনা ঘটেছে। যৌন হয়রানির শিকার হয়েছেন ৯৫ জন নারী। তাদের মধ্যে চারজন আত্মহত্যা করেছেন। যৌন হয়রানির প্রতিবাদ করতে গিয়ে ছয়জন পুরুষ ও একজন নারী নিহত হয়েছেন। হয়রানি ও লাঞ্ছনা শিকার হয়েছেন ৪২ জন নারী-পুরুষ। ধর্ষণের শিকার হয়েছেন ৬১৬ নারী। ধর্ষণের পর হত্যা করা হয়েছে ৫৪ নারীকে। ধর্ষণের পর আত্মহত্যা করেছেন চারজন নারী। ধর্ষণে ব্যর্থ হয়ে তিন নারীকে হত্যা করা হয়েছে। ৯০ জন নারীকে ধর্ষণের চেষ্টা চালানো হয়েছে।...

এ ছাড়া গত নয় মাসে ১ হাজার ২৬৯ জন শিশু বিভিন্নভাবে নির্যাতন ও হত্যার শিকার হয়েছে। এরমধ্যে ২১৯ শিশুকে হত্যা করা হয়েছে। ৮৮ শিশু আত্মহত্যা করেছে। নিখোঁজের পর ১৩ শিশু এবং বিভিন্ন সময়ে ৭১ শিশুর লাশ উদ্ধার করা হয়েছে।

৫৭ ধারার মামলায় চবি শিক্ষক রিমান্ডে

সমকাল অনলাইন, ০৮ অক্টোবর ২০১৮

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুকে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে কটুক্তি করার অভিযোগে হাটহাজারী থানায় দায়ের করা মামলায় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) শিক্ষক মাইদুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ৩ দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেছেন আদালত।

সোমবার চট্টগ্রাম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট শহিদুলাহ কায়সারের আদালত এই রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

এ প্রসঙ্গে চট্টগ্রাম জেলা পুলিশের কোর্ট ইন্সপেক্টর বিজন কুমার বড়ুয়া সমকালকে বলেন, প্রধানমন্ত্রীকে কটুক্তি করার ঘটনায় দায়ের করা মামলায় জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পুলিশ আসামি মইদুল ইসলামকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য পাঁচদিনের রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে। শুনানি শেষে চট্টগ্রাম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট তিন দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন। তিনি বর্তমানে চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে রয়েছেন।

কোটা সংস্কার আন্দোলনকারীদের পক্ষ নিয়ে প্রধানমন্ত্রীকে কটূক্তি করে ফেসবুকে পোস্ট দেওয়ার অভিযোগে গত ২৩ জুলাই চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজতত্ত্ব বিভাগের সহকারী অধ্যাপক মাইদুল ইসলামের বিরুদ্ধে হাটহাজারী থানায় তথ্যপ্রযুক্তি আইনের ৫৭ ধারায় মামলা করেন সাবেক ছাত্রলীগ নেতা ইফতেখারুল ইসলাম আয়াজ। সেই মামলায় তিনি হাইকোর্ট থেকে জামিন নেন। সেই জামিন শেষে চট্টগ্রাম জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট আদালতে আত্মসমর্পণ করে জামিন চাইলে তা নামঞ্জুর করে তাকে কারাগারে পাঠানোর আদেশ দেন আদালত। গত ২৪ সেপ্টেম্বর তাকে কারাগারে পাঠানো হয়।

রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় মুক্ত হলেন তাহেরপুত্র

১০ অক্টোবর ২০১৮, প্রথম আলো

খুনের মামলায় মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত এ এইচ এম বিপ্লব রাষ্ট্রপতির ক্ষমায় লক্ষ্মীপুর কারাগার থেকে মুক্তি পেয়েছেন। লক্ষ্মীপুরের পৌর মেয়র ও জেলা আওয়ামী লীগের সাধারণ সম্পাদক আবু তাহেরের ছেলে তিনি।

লক্ষ্মীপুর কারাগারের জেলার মো. শাহ আলম জানান, বিপ্লবকে গতকাল মঙ্গলবার সকাল ৭টা ১৫ মিনিটে মুক্তি দেওয়া হয়েছে। তিনি মোট ৭ বছর ৬ মাস ২ দিন কারাগারে ছিলেন।

লক্ষ্মীপুর জেলা বিএনপির সাবেক সাংগঠনিক সম্পাদক ও আইনজীবী নুরুল ইসলাম হত্যা মামলায় ২০০৩ সালে বিপবের মৃত্যুদণ্ডাদেশ হয়। দীর্ঘদিন পলাতক থাকার পর ২০১১ সালের ৪ এপ্রিল তিনি আদালতে আত্মসমর্পণ করেন। পরে তাঁর বাবা আবু তাহের বিপবের প্রাণভিক্ষা চেয়ে রাষ্ট্রপতির কাছে আবেদন করেন। এর পরিপ্রেক্ষিতে তৎকালীন রাষ্ট্রপতি জিল্লুর রহমান তাঁর সাজা মওকুফ করেন। ২০১৬ সালের ১৪ জুলাই মৃত্যুদণ্ডাদেশ মওকুফের আদেশ কার্যকর হয়। ২০০০ সালের ১৮ সেপ্টেম্বর রাতে লক্ষ্মীপুর পৌর এলাকার মজুপুরের বাসা থেকে নুরুল ইসলামকে অপহরণ করা হয়েছিল।

শ্রমজীবী মানুষ

তিন মাস বেতন পান না ৭শ' শ্রমিক-কর্মচারী

১৫ আগস্ট ২০১৮, সমকাল

ঈদুল আজহার বাকি আর মাত্র এক সপ্তাহ, অথচ গত তিন মাস ধরে ঈশ্বরদীর পাবনা সুগার মিলে বেতন হয়নি। ঈদ উপলক্ষে বোনাস প্রদানের বিষয়েও কোনো সিদ্ধান্ত হয়নি। চিনি বিক্রি না হওয়ার অজুহাতে এই সুগার মিলের ৭শ' শ্রমিক-কর্মচারী ঈদ নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েছেন।

পাবনা সুগার মিলের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) জিয়াউল ফারুক বলেন, প্রতি মাসের বেতন বাবদ ৯৫ লাখ টাকার প্রয়োজন হয়। এই মিলে উৎপাদিত চিনি বিক্রি হচ্ছে না, মিলের ফান্ডে কোনো টাকা নেই; ফলে শ্রমিক-কর্মচারী-কর্মকর্তাদের বেতন দেওয়া যাচ্ছে না, তবে ঈদের আগেই বেতন দেওয়ার চেষ্টা চলছে।

পোশাক খাতে হয়রানির শিকার ২২% নারী শ্রমিক

২৮ আগস্ট ২০১৮, বণিকবার্তা

দেশের পোশাক খাতে নিয়োজিত রয়েছে বিপুলসংখ্যক নারী শ্রমিক। তাদের মধ্যে ২২ শতাংশ কারখানার ভেতর ও বাইরে শারীরিক, মানসিক ও যৌন হয়রানির শিকার হন। দেশে কর্মরত পাঁচটি সংগঠনের উদ্যোগে পরিচালিত

এক সমীক্ষা প্রতিবেদনে এ চিত্র উঠে এসেছে।

অনুষ্ঠানে সমীক্ষা সম্পর্কে বলা হয়, বেজলাইনের জন্য চলতি বছরের মার্চ থেকে জুন পর্যন্ত সাভার, আশুলিয়া ও গাজীপুর এলাকার আটটি কারখানার ৩৮২ জন নারী শ্রমিকের সঙ্গে ফোকাস গ্রুপ ডিসকাশনসহ সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এর মধ্যে অর্ধেক সজাগ কোয়ালিশনের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ কারখানা।

সমীক্ষার ভিত্তিতে করা গবেষণায় দেখা গেছে, সমীক্ষায় অংশ নেয়া ২২ শতাংশ নারী শ্রমিক বলেছেন, তারা কারখানার ভেতরে অথবা বাইরে শারীরিক, মানসিক এবং যৌন হয়রানির সম্মুখীন হয়েছেন। ৬৬ শতাংশ বলেছেন, তারা কারখানার কমিটির কাছে কোনো সহযোগিতা কিংবা প্রতিকার চান না; কারণ তারা মনে করেন, কমিটির কাছে কোনো বিচার পাওয়া যাবে না। ১১ শতাংশ মনে করেন, তারা কর্মক্ষেত্রে অনিরাপদ। ৮৩ শতাংশ বলেন, কর্মক্ষেত্রে তাদের সঙ্গে অশালীন বা অকথ্য ভাষায় কথা বলা, কারখানায় প্রবেশের সময় নিরাপত্তা কর্মীর অস্বস্তিকর চেকিং, পুরুষ সহকর্মীর অপ্রত্যাশিত স্পর্শ, যৌন সম্পর্ক তৈরির চেষ্টা এগুলো হয়রানি। ৬৮ শতাংশ বলেছেন, কর্মক্ষেত্রে তেমন কার্যকর কোনো যৌন হয়রানি প্রতিরোধ কমিটি নেই।...

পোশাক শ্রমিকের ন্যূনতম মজুরি ৮ হাজার টাকা

১৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

রপ্তানিমুখী পোশাক খাতের শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ২ হাজার ৭০০ টাকা বাড়ানোর কথা জানিয়েছেন শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক। ফলে তৈরি পোশাক শ্রমিকের নিম্নতম মজুরি দাঁড়াবে ৮ হাজার টাকা। বর্তমানে তাঁদের নিম্নতম মজুরি ৫ হাজার ৩০০ টাকা। এর মধ্যে মূল মজুরি ৪ হাজার ১০০ টাকা।

নিম্নতম মজুরি বোর্ডের পঞ্চম সভায় আজ বৃহস্পতিবার বিকেলে প্রায় দেড় ঘণ্টা দর-কষাকষির পর পোশাক শ্রমিকের মজুরি বিষয়ে এই সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয়। পরে সচিবালয়ে শ্রম প্রতিমন্ত্রী মুজিবুল হক সাংবাদিকদের বলেন, ডিসেম্বর থেকে নতুন মজুরি কাঠামোতে মজুরি পাবেন পোশাক শ্রমিকেরা।...

দেশের পণ্য রপ্তানির আয়ের ৮৪ শতাংশ পোশাক খাত থেকে আসে। এ খাতে কাজ করেন প্রায় ৩৬ লাখ শ্রমিক। ১৯৯৪ সালে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ছিল ৯৩০ টাকা। ২০০৬ সালে সেটি বৃদ্ধি করে ১ হাজার ৬৬২ টাকা ৫০ পয়সা করা হয়। ২০১০ সালের মজুরি বোর্ডে শ্রমিকদের নিম্নতম মজুরি ৩ হাজার টাকা করা হয়। ২০১৩ সালের ডিসেম্বরে ৫ হাজার ৩০০ টাকা মজুরি কার্যকর হয়েছিল।

৫ বছরের আগেই চাকরিচ্যুত হয় ৮১% শ্রমিক

৮ অক্টোবর ২০১৮, কালের কণ্ঠ

তৈরি পোশাক খাতের কারখানাগুলোর ৮১ শতাংশ শ্রমিক কোনো কারখানায় টানা চার বছরের বেশি কাজ করতে পারে না। এর মানে তারা ওই সব প্রতিষ্ঠান থেকে চাকরি ছাড়তে বাধ্য হয়। দেশের তৈরি পোশাক খাতের অন্যতম শীর্ষ প্রতিষ্ঠান বেবিলন গ্রুপের নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ হাসান খান তাঁর গবেষণা থেকে লেখা বই 'রেডিমেড গার্মেন্টস ইন্ডাস্ট্রিজ ইন বাংলাদেশ, আ স্টাডি অন সোশ্যাল কমপায়েন্স' শীর্ষক বইয়ে এমন কথা লেখেন। বইটির মোড়ক উন্মোচন অনুষ্ঠানে তিনি এসব কথা বলেন।

মোহাম্মদ হাসান বলেন, চাকরির বয়স পাঁচ বছর হলেই শ্রমিকদের সার্ভিস বেনিফিট দিতে হয়। তা যাতে না দিতে হয় সে জন্য পোশাক কারখানা কর্তৃপক্ষ কৌশলে ওই সময়ের আগেই তাদের চাকরি ছাড়তে বাধ্য করে। ফলে দেখা যায়, ৮১ শতাংশ শ্রমিক একটি নির্দিষ্ট কারখানায় চার বছরের বেশি সময় কাজ করতে পারে না। ১০ বছরে গেলে আবারও নতুন ধারায় শ্রমিকদের আরো বেশি চাকরিকালীন সুবিধা দেওয়ার নিয়ম। কিন্তু শ্রমিকরা এসব সুবিধা পায় না।

ছুটি থেকেও শ্রমিকরা বঞ্চিত উল্লেখ করে তিনি বলেন, নৈমিত্তিক, চিকিৎসা, অর্জিত, উৎসব ছুটিসহ বছরে একজন শ্রমিক ৩৫ দিন ছুটি পায়। শ্রম আইন অনুসারে এই ছুটি কাটানোর সুযোগ থাকলেও তারা এই ছুটি ভোগ করতে পারে না। দেখা যায় কারখানার লক্ষ্যমাত্রা পূরণ এবং উৎপাদনের চাপ থাকায় তারা তাদের এসব ছুটি ভোগ করতে পারে না।

এ ছাড়া অর্জিত ছুটি নগদ অর্থ হিসেবে নেওয়ার সুযোগ থাকায় কোনো কোনো শ্রমিক বছরের পর বছর এসব ছুটি নেয় না। ফলে এমনও দৃষ্টান্ত দেখা গেছে, ১২ বছর একটানা কাজ করেছে কোনো ছুটি ভোগ করা ছাড়াই।...

শিল্প আরো বড় হচ্ছে তবে নারী শ্রমিকরা রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন

১৩ অক্টোবর ২০১৮, বণিকবার্তা

তৈরি পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের অর্জন বিশ্বব্যাপীই গর্বের। বার্ষিক ৩ হাজার কোটি ডলার ছাড়িয়েছে এ খাতের রফতানি আয়। ১০ বছর আগেও যেখানে পোশাক রফতানি থেকে আসত ১ হাজার ২০০ কোটি ডলার। পোশাক শিল্পে বাংলাদেশের অবস্থান এখন দ্বিতীয়। এ শিল্পের আকার ধারাবাহিকভাবে বড় হলেও শ্রমিকরা ভুগছেন রক্তস্বল্পতা ও অপুষ্টিতে। এ শিল্পের নারী শ্রমিকদের ওপর গবেষণা করে আইসিডিডিআর,বি দেখিয়েছে, এদের ৮০ শতাংশই রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন।

তৈরি পোশাক শিল্প মালিকদের সংগঠন বিজিএমইএর তথ্য অনুযায়ী, দেশের সবচেয়ে বড় এ শিল্প খাতে কর্মরত প্রায় ৪০ লাখ শ্রমিক। এর ৬৫ শতাংশ অর্থাৎ ২৬ লাখই নারী।

এ নারী শ্রমিকদের পুষ্টি পরিস্থিতি জানতে ঢাকা ও ময়মনসিংহের চারটি কারখানার ২ হাজার ৬০০ শ্রমিকের ওপর গবেষণাটি চালায় আইসিডিডিআর,বি। ফলাফলে দেখা যায়, ১৮-৪৯ বছর বয়সী ওই নারী শ্রমিকদের প্রতি ১০ জনের মধ্যে আটজনই রক্তস্বল্পতায় ভুগছেন।

অর্থনীতির খবর, দুর্নীতি ও লুটপাট

সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ধনীর তালিকায় সামিটের আজিজ খানের নাম

১৫ আগস্ট ২০১৮, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

ফোর্বস ম্যাগাজিনের করা সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায় এসেছে বাংলাদেশি ব্যবসায়ী সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান মোহাম্মদ আজিজ খান ও তার পরিবারের নাম। অর্থ-বাণিজ্যের সাময়িকী ফোর্বস বলছে, জুলাই পর্যন্ত হিসাবে সামিট গ্রুপের চেয়ারম্যান আজিজ খান ও তার পরিবারের সম্পদের পরিমাণ ৯১ কোটি ডলার।

আর ওই সম্পদ নিয়ে সিঙ্গাপুরের শীর্ষ ৫০ ধনীর তালিকায় এ বছর আজিজ খানের নাম রয়েছে ৩৪ নম্বরে। ৬৩ বছর বয়সী আজিজ খান গত এক দশকের বেশি সময় ধরে সিঙ্গাপুরে স্থায়ী বাসিন্দা। বাংলাদেশে বিদ্যুৎ, বন্দর, ফাইবার অপটিকস, কমিউনিকেশনস, হসপিটালিটি, ইন্ডাস্ট্রিয়াল পার্ক, রিয়েল এস্টেট খাতে ব্যবসা রয়েছে সামিট গ্রুপের।...

ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগের সভাপতিমণ্ডলীর একজন সদস্য অবসরপ্রাপ্ত সেনা কর্মকর্তা ফারুক খানের ভাই। ফারুক খান ২০০৯-২০১৩ মেয়াদে বাংলাদেশের বাণিজ্য এবং বেসামরিক বিমান চলাচল মন্ত্রীর দায়িত্বে ছিলেন। দুই বছর আগে ইন্টারন্যাশনাল কনসোর্টিয়াম অব ইনভেস্টিগেটিভ জার্নালিস্টস আইসিআইজের প্রকাশিত অফশোর লিকস ডেটাবেইজে আজিজ খান ও তার পরিবারের সদস্যদেরও নাম আসে। তবে সামিট চেয়ারম্যান সে সময় কোনো ধরনের অনিয়মের অভিযোগ অস্বীকার করেন বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমের কাছে।...

প্রথমে ট্রেডিং কোম্পানি হিসেবে যাত্রা শুরু করলেও পরে বেসরকারি খাতে বিদ্যুৎ উৎপাদনের ব্যবসা এসে দ্রুত উন্নতি হতে থাকে সামিটের ব্যবসার। ১৯৯৮ সালে সামিটের প্রথম বিদ্যুৎকেন্দ্রটি উৎপাদনে যায়। বর্তমানে সামিটের ১৭টি কেন্দ্র দেশের মোট বিদ্যুতের চাহিদার ৯ শতাংশের যোগান দিচ্ছে বলে তাদের ওয়েবসাইটের তথ্য।

সেই ১১ গ্রুপের কাছেই ব্যাংকের আটকা ১৭ হাজার কোটি টাকা

১৭ আগস্ট ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

ব্যাংক থেকে ঋণ নিয়ে ফেরত না দিয়ে ২০১৫ সালে বিশেষ সুবিধা নিয়েছিল যে ১১টি শিল্প গ্রুপ, এখন তাদের কাছে ব্যাংকের ১৭ হাজার ১০৩ কোটি টাকা আটকা পড়েছে। ওই সময় ১১টি গ্রুপের খেলাপি হওয়া ১৫ হাজার ২১৮ কোটি টাকা পুনর্গঠন বা নবায়ন করা হয়েছিল। কিন্তু গ্রুপগুলো কিস্তি না দেওয়ায় সুদে-আসলে তাদের ঋণের পরিমাণ বেড়ে যাচ্ছে। বাংলাদেশ ব্যাংকের এক প্রতিবেদন থেকে এ তথ্য জানা গেছে।

বাংলাদেশ ব্যাংকের কর্মকর্তারা বাংলা ট্রিবিউনকে জানিয়েছেন, বিশেষ

সুবিধা পাওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো ঋণের কিস্তি পরিশোধ করছে না। ফলে সুদে-আসলে তা বেড়ে যাচ্ছে। আবার এসব ঋণকে খেলাপিও বলা যাচ্ছে না। কারণ, সুবিধা নেওয়া প্রতিষ্ঠানগুলো ১২ বছর পর্যন্ত মেয়াদ বাড়িয়ে নিয়েছে।

বিশেষ সুবিধা নেওয়া ব্যবসায়ী গ্রুপগুলোর অন্যতম হচ্ছে, এননটেক্স গ্রুপ, যমুনা গ্রুপ, থার্মেক্স গ্রুপ, শিকদার গ্রুপ, কেয়া, রতনপুর, এসএ, বিআর স্পিনিং, রাইজিং গ্রুপ ও আব্দুল মোনেম।...

পর্দার আড়ালে জাজ মাল্টিমিডিয়া

২৭ আগস্ট ২০১৮, বণিক বার্তা

ভুয়া রফতানি নথি তৈরি করে জনতা ব্যাংক থেকে গত পাঁচ বছরেই ৫ হাজার কোটি টাকার বেশি বের করে নিয়েছে ক্রিসেন্ট গ্রুপ। এ কেলেঙ্কারির বড় অংশই হয়েছে রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের মাধ্যমে। প্রতিষ্ঠানটির কাছে জনতা ব্যাংকের খেলাপি হয়ে পড়েছে ১ হাজার কোটি টাকার বেশি ঋণ। আর রিমেক্সের চেয়ারম্যান হিসেবে রয়েছেন আব্দুল আজিজ, যিনি জাজ মাল্টিমিডিয়ারও কর্ণধার। জনতা ব্যাংক কেলেঙ্কারির পর্দার আড়ালের প্রতিষ্ঠান হিসেবে তাই জাজ মাল্টিমিডিয়াকে দেখছেন ব্যাংকাররা।

দেশের চলচ্চিত্র অঙ্গনে জাজ মাল্টিমিডিয়ার আবির্ভাব ২০১১ সালে। এরপর একের পর এক ব্যবসাসফল চলচ্চিত্র নির্মাণ করতে থাকে প্রযোজনা প্রতিষ্ঠানটি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, জাজ মাল্টিমিডিয়ার চেয়ারম্যান আবদুল আজিজের বড় ভাই এমএ কাদের। কাঁচা চামড়া প্রক্রিয়াজাত, পণ্য উৎপাদন, বিপণন ও রফতানিকারক একাধিক প্রতিষ্ঠান আছে তার। এর মধ্যে রয়েছে ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্টস, ক্রিসেন্ট ট্যানারিজ, ক্রিসেন্ট ফুটওয়্যার, রূপালী কম্পোজিট লেদার, লেজ্কো লিমিটেড ও গোরী এগ্রো। সব প্রতিষ্ঠানই গড়ে তোলা হয়েছে ক্রিসেন্ট গ্রুপের নামে। গ্রুপটির চেয়ারম্যান ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) হিসেবে রয়েছেন এমএ কাদের। আর রিমেক্স ফুটওয়্যার লিমিটেডের চেয়ারম্যান এমএ আজিজ। মূলত চামড়াজাত পণ্যের এ ব্যবসা পৈতৃক সূত্রে পেয়েছেন তারা।...

৯৫০০০ কোটি টাকার ফল কই?

২৭ আগস্ট ২০১৮, কালের কণ্ঠ

দেশের জরাজীর্ণ রেলব্যবস্থাকে ঢেলে সাজাতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার বিশেষ নির্দেশনায় আওয়ামী লীগ সরকারের আমলে গত প্রায় এক দশকে একের পর এক প্রকল্প নেওয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রীর ইচ্ছায় পৃথক 'রেলপথ মন্ত্রণালয়' গঠন করা হয়েছে ২০১১ সালে। আওয়ামী লীগের সব শেষ দুই মেয়াদে পর পর তিনজন মন্ত্রী হাল ধরেছেন মন্ত্রণালয়ের। কিন্তু বেগতির রেলে গতি আর আসছে না। গৃহীত প্রকল্পগুলোর বেশির ভাগই চলছে ঢিমেতালে। প্রকল্প ঝুলে থাকায় দাতাদের অনেকে অর্থ প্রত্যাহারও করে নিয়েছে।

এক হিসাবে দেখা গেছে ২০১৬ সালের মধ্যেই এসব প্রকল্পের পেছনে ২৯ হাজার কোটি টাকা খরচ হয়ে গেছে (২০০৯ সাল থেকে শুরু হয়ে পরের সাত বছরে)। বর্তমান সময় পর্যন্ত ধরলে খরচ আরো বেড়ে যাবে। প্রতিবছর যাত্রীর চাহিদা বাড়লেও বিভিন্ন জেলায় বাড়তি ট্রেন ও ট্রেনে কাঙ্খিত নতুন বগি লাগানো হচ্ছে না। দেখা গেছে, প্রধানমন্ত্রীকে দিয়ে ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করানোর ৯ বছরেও কোনো কোনো প্রকল্পে দৃশ্যমান অগ্রগতি হয়নি। ১৮০০ কোটি টাকা থেকে ১৮ হাজার কোটি টাকা ব্যয়সীমা ছাড়ালেও বলা হচ্ছে প্রকল্পের 'কাজ চলছে'।...

দেখা গেছে, বৈরী আবহাওয়ার অজুহাত, দরপত্র আহ্বানে দেরি, গাড়ি ও যন্ত্রপাতি আনতে দেরিসহ বিভিন্ন কারণে প্রকল্পের কাজ ঝুলিয়ে ব্যয় বাড়ানো হচ্ছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, গুটিকয়েক বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে গোপন সমঝোতার মাধ্যমেই প্রকল্পের কাজ ভাগবাটোয়ারা হচ্ছে। ফলে সরকারের দেওয়া বিপুল বরাদ্দ থেকে আশানুরূপ ফল মিলছে না। ২০১৬-১৭ অর্থবছরে বাংলাদেশ রেলওয়ের লোকসান হয়েছিল প্রায় ১২০০ কোটি টাকা। যাত্রী ছিল সাত কোটি ৭৮ লাখ। সদ্যসমাপ্ত অর্থবছর ২০১৭-১৮-এ লোকসান বেড়ে হয়েছে ১৬০০ কোটি টাকা। অথচ আগের অর্থবছরের চেয়ে যাত্রী সোয়া কোটি বেশি ছিল এই সময়ে। মোট যাত্রী ছিল ৯ কোটি।

ইতিহাসের সর্বোচ্চ বাণিজ্য ঘাটতি

২ সেপ্টেম্বর ২০১৮, চ্যানেল আই অনলাইন

আমদানি ব্যয় রেকর্ড পরিমাণ বাড়লেও বাড়ছে না রপ্তানি আয়। আর এতে বেড়েই চলছে বাণিজ্য ঘাটতি। গত ২০১৭-১৮ অর্থবছর (জুলাই-জুন) শেষে সামগ্রিক বাণিজ্য ঘাটতি ইতিহাসের সর্বোচ্চ পর্যায়ে পৌঁছেছে।

এ সময় বাণিজ্য ঘাটতি দাঁড়িয়েছে প্রায় ১ হাজার ৮২৬ কোটি ডলার। যা ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় প্রায় দ্বিগুণ।

বাংলাদেশ ব্যাংকের হালনাগাদ প্রতিবেদন অনুযায়ী, ২০১৭-১৮ অর্থবছর শেষে দেশের বাণিজ্য ঘাটতি তার আগের ২০১৬-১৭ অর্থবছরের তুলনায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। এ সময় পণ্য ও সেবা উভয় বাণিজ্যেই ঘাটতির পরিমাণ দাঁড়িয়েছে ১ হাজার ৮২৫ কোটি ৮০ লাখ ডলার যা বাংলাদেশি মুদ্রায় প্রায় ১ লাখ ৫৩ হাজার কোটি টাকা।

২০১৬-১৭ অর্থবছর শেষে যার পরিমাণ ছিল ৯৪৭ কোটি ২০ লাখ ডলার। অর্থাৎ বছরের ব্যবধানে বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ বেড়েছে ৯২ দশমিক ৭৬ শতাংশ।

সংশ্লিষ্টরা বলছেন, অবকাঠামো উন্নয়নে বড় বড় প্রকল্পগুলোর জন্য মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হচ্ছে। ফলে ব্যাপক হারে বাড়ছে আমদানি ব্যয়। কিন্তু সে তুলনায় রপ্তানি আয় বাড়ছে না। তাই বড় ধরনের বাণিজ্য ঘাটতি দেখা দিয়েছে।

তাদের মতে, উৎপাদনশীল খাতে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি করা হয়। যা অর্থনীতির জন্য ইতিবাচক। কিন্তু দেখতে হবে আমদানির আড়ালে অর্থ পাচার হচ্ছে কিনা। কারণ ভবিষ্যতে অর্থপাচরের ফলাফল হবে অত্যন্ত ভয়াবহ।

বিসমিল্লাহ গ্রুপের সোলেমানসহ ৯ জনের ১০ বছর করে কারাদণ্ড

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

অর্থ পাচার মামলায় বিসমিল্লাহ গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) খাজা সোলেমান আনোয়ার চৌধুরী, তাঁর স্ত্রী ও গ্রুপের চেয়ারম্যান নওরীন হাবিবসহ নয়জনকে ১০ বছর করে কারাদন্ড দিয়েছেন আদালত।

আজ সোমবার ঢাকার বিশেষ জজ আদালত-১০-এর বিচারক আতাবুল্লাহ এ আদেশ দেন। কারাদন্ডের পাশাপাশি আসামিদের ৩০ কোটি ৬৭ লাখ ২৩ হাজার ৩৭৩ টাকা অর্থদণ্ড দেওয়া হয়েছে।

দণ্ডিত অপর আসামিরা হলেন বিসমিল্লাহ গ্রুপের পরিচালক ও খাজা সোলেমানের বাবা সফিকুল আনোয়ার চৌধুরী, উপব্যবস্থাপনা পরিচালক আকবর আজিজ মুতাক্কি, মহাব্যবস্থাপক মোহাম্মদ আবুল হোসেন চৌধুরী, ব্যবস্থাপক রিয়াজউদ্দিন আহম্মেদ, নেটওয়ার্ক ফ্রেইট সিস্টেম লিমিটেডের চেয ারম্যান মো. আক্তার হোসেন এবং জনতা ব্যাংকের কর্মকর্তা মোস্তাক আহমদ খান এবং এস এম শোয়েব-উল-কবীর।...

দুদকের আদালত পরিদর্শক আশিকুর রহমান প্রথম আলোকে বলেন, দন্ডিত খাজা সোলেমান আনোয়ার চৌধুরীসহ নয় আসামি পলাতক আছেন। আদালত তাঁদের বিরুদ্ধে গ্রেপ্তারি পরোয়ানা জারি করেছেন।...

ধনীদের দ্রুত সম্পদ বৃদ্ধিতে শীর্ষে বাংলাদেশ

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বণিকবার্তা

সম্পদশালীদের বড় অংশের আবাস চীন ও যুক্তরাষ্ট্রে। ভারত ও হংকংয়েও উল্লেখযোগ্যসংখ্যক সম্পদশালী রয়েছে। দ্রুত বাড়ছে এসব ধনীর সম্পদের পরিমাণ। তবে বাংলাদেশী ধনীদের সম্পদ বাড়ছে তার চেয়েও দ্রুতগতিতে। যুক্তরাজ্যভিত্তিক সম্পদ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ওয়েলথএক্সের প্রতিবেদন বলছে, গত পাঁচ বছরে ধনীদের সম্পদ বৃদ্ধির বিবেচনায় শীর্ষে রয়েছে বাংলাদেশ।

চলতি মাসে প্রকাশিত ওয়েলথএক্সের 'ওয়ার্ল্ড আলট্রা ওয়েলথ রিপোর্ট ২০১৮' শীর্ষক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, ২০১২ থেকে ২০১৭ সাল পর্যন্ত বাংলাদেশে ধনকুবেরদের সামগ্রিক সম্পদের বার্ষিক প্রবৃদ্ধি ১৭ দশমিক ৩ শতাংশ। আর ধনীদের সম্পদ প্রবৃদ্ধির এ হারের সুবাদে ওয়েলথএক্সের তৈরি তালিকায় শীর্ষ দশের প্রথম স্থানটিই বাংলাদেশের।

দুধের টাকা মেলেনি, সন্তানকে 'লবণ খাইয়ে হত্যা'

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

ঢাকার দোহার উপজেলায় দুই মাসের ছেলেকে লবণ খাইয়ে মেরে ফেলার অভিযোগে তরুণী এক মাকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে।

পুলিশ বলছে, অভাবের সংসারে সন্তানের জন্য 'দুধ জোগাড় করতে না পেরে' ওই পথ বেছে নিয়েছেন ওই নারী।

সাথী আক্তার নামের ২১ বছর বয়সী ওই তরুণী দোহার উপজেলার উত্তর জয়পাড়া মিয়াপাড়া এলাকার মো. বাচ্চুর স্ত্রী। তাদের সন্তানের নাম ছিল মো. সায়েম।

মামলার বরাত দিয়ে এসআই হাফিজ বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকমকে বলেন, বাচ্চু পেশায় একজন দিনমজুর। বছর তিনেক আগে সাথীর সঙ্গে তার বিয়ে হয়। সাবিহা আক্তার নামে দুই বছরের একটি মেয়ে রয়েছে তাদের।

"রোববার সায়েমের জন্য স্বামীকে দুধ আনতে বলেছিলেন সাথী। কিন্তু সন্ধ্যায় স্বামী দুধ না নিয়ে বাড়ি ফিরলে দুধের টাকা জোগাড় করার জন্য প্রতিবেশীদের কাছে ধর্না দেন তিনি। টাকা জোগাড় করতে না পেরে রাত ৮টার দিকে রাগে ক্ষোভে দুই মাসের সন্তানকে তিনি লবণ খাইয়ে দেন।"

লবণ খাওয়ানোর পর সায়েমের শ্বাসকষ্ট শুরু হলে সাথী নিজেই তাকে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে যান। দায়িত্বরত চিকিৎসক শিশুটিকে মৃত ঘোষণা করেন বলে জানান এসআই হাফিজ।

ঋণখেলাপিদের কাছে ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

বাংলাদেশ ব্যাংকের তথ্য অনুযায়ী, জুন পর্যন্ত দেশে ঋণখেলাপির সংখ্যা ২ লাখ ৩০ হাজার ৬৫৮ জন। তাঁদের কাছে অনাদায়ি অর্থের পরিমাণ ১ লাখ ৩১ হাজার ৬৬৬ কোটি টাকা। আজ শনিবার সংসদে পিনু খানের এক প্রশ্নের জবাবে এই তথ্য জানান অর্থমন্ত্রী আবুল মাল আবদুল মুহিত।

অর্থমন্ত্রী জানান, খেলাপি ঋণের সঙ্গে জড়িত ব্যাংকের সংখ্যা ৮৮টি। এর মধ্যে সোনালী ব্যাংকে ১৮ হাজার ৬৬২ কোটি, জনতা ব্যাংকে ১৪ হাজার ৮৪০ কোটি, অগ্রণী ব্যাংক ৯ হাজার ২৮৪ কোটি, রূপালী ব্যাংকে ৪ হাজার ৯০১ কোটি, বেসিক ব্যাংকে ৮ হাজার ৫৭৬ কোটি, কৃষি ব্যাংকে ২ হাজার ১৭৮ কোটি, বাংলাদেশ ডেভেলপমেন্ট ব্যাংকে ২ হাজার ৩৩২ কোটি, পূবালী ব্যাংকে ২ হাজার ১১৬ কোটি, ন্যাশনাল ব্যাংকে ৫ হাজার ৭৬ কোটি, ইসলামী ব্যাংকে ৩ হাজার ৫২০ কোটি আর প্রাইম ব্যাংকে ৩ হাজার ৫৮৫ কোটি টাকা খেলাপি রয়েছে।

অর্থমন্ত্রীর দেওয়া তালিকা অনুযায়ী শীর্ষ ১০০ ঋণখেলাপির মধ্যে রয়েছে ইলিয়াস ব্রাদার্স, কোয়ান্টাম পাওয়ার সিস্টেম, রেমিক্স ফুটওয়ার, ম্যাক্স স্পিনিং মিলস, রুবিয়া ভেজিটেবল ইন্ডাস্ট্রিজ, রাইজিং স্টিল, ঢাকা ট্রেডিং হাউস, বেনটেক্স ইন্ডাস্ট্রিজ, আনোয়ারা স্পিনিং, ক্রিসেন্ট লেদার প্রডাক্ট, ইয়াসির এন্টারপ্রাইজ, চৌধুরী নিটওয়্যার, সিদ্দিক ট্রেডার্স, রূপালী কম্পোজিট লেদার ওয়্যার, অললপা কম্পোজিট টাওয়েলস, হল-মার্ক ফ্যাশন, মুন্নু ফেব্রিকস, ফেয়ার ইয়ার্ন প্রসেসিং, ফেয়ার ট্রেড ফেব্রিকস, সাহারিশ কম্পোজিট টাওয়েলস, মার্ক ইন্টারন্যাশনাল, সুরুজ মিয়া জুট স্পিনিং মিলস, প্যাসিফিক বাংলাদেশ টেলিকম, সালেহ কার্পেট মিলস, পদ্মা পলি কটন নিট ফেব্রিকস, এস কে স্টিল, হেলপলাইন রিসোর্সেস, এইচ স্টিল রি-রোলিং, অটবি, বিসমিলাহ টাওয়েলস, তাইপে বাংলা ফেব্রিকস, ঢাকা নর্থ পাওয়ার ইউটিলিটি, টি অ্যান্ড ব্রাদার্স নিট কম্পোজিট, তানিয়া এন্টারপ্রাইজ ইউনিট-২. সিক্সসিজন অ্যাপার্টমেন্ট, ইসলাম ট্রেডিং কনসোর্টিয়াম, রহমান স্পিনিং মিলস, জাপান-বিডি সেক প্রিন্টিং অ্যান্ড পেপারস, বাংলাদেশ ইন্ডাস্ট্রিয়াল ফিন্যান্স কোম্পানি, সেমাটসিটি জেনারেল ট্রেডিং, এম কে শিপ বিল্ডার্স, কটন করপোরেশন, ন্যাশনাল স্টিল, এম বি এম গার্মেন্টস অ্যান্ড টেক্সটাইল, সোনালী জুট মিলস, এক্সপার টেক লিমিটেড, ওয়ালমার্ট ফ্যাশন, সাদ মুসা ফেব্রিকস, চিটাগং ইস্পাত, অ্যাগ্রো ইন্ডাস্ট্রিজ, হিমালয়া পেপার অ্যান্ড বোর্ড মিলস, আমাদের বাড়ি লি., ইমদাদুল হক ভুইয়া, চৌধুরী টাওয়েল, চৌধুরী লেদার, আর্থ অ্যাগ্রো ফার্ম, নর্দার্ন পাওয়ার সলিউশন, ম্যাক শিপ বিল্ডার্স, দ্য আরব কনট্রাকটরস, ওয়ান ডেনিম মিলস, লিবার্টি ফ্যাশন ওয়্যার, বিশ্বাস গার্মেন্ট, মাস্টার্ড ট্রেডিং, হিনদুল ওয়ালী ট্রেডিং, সগির অ্যান্ড ব্রাদার্স, গ্লোব মেটাল কমপ্লেক্স, অরনেট সার্ভিসেস, জালাল অ্যান্ড সন্স, করোলা করপোরেশন, সাইদ ফুড, অ্যাপেক্স নিট কম্পোজিট, এস এ অয়েল রিফাইনারি, আলী পেপার মিলস, ড্রেজ বাংলা লিমিটেড, গ্যালাক্সি সোয়েটার অ্যান্ড ডায়িং, অর্জন কার্পেট অ্যান্ড জুট, ইন্ট্রাকো সিএনজি, ফরচুন স্টিল, ফাইবার শাইন লিমিটেড, দোয়েল অ্যাপারেলস, জাহিন এন্টারপ্রাইজ, মজিবর রহমান খান, কেয়ার স্পেশালাইজড হসপিটাল, জয়নাব ট্রেডিং, তাবাসসুম এন্টারপ্রাইজ, অ্যাপেক্স ওয়েভিং অ্যান্ড ফিনিশিং মিলস, রিসোর্স ডেভেলপমেন্টে ফাউন্ডেশন, দ্য ওয়েল টেক্স, ডেলটা সিস্টেম, টেলিবার্তা, এম আর সোয়েটার কম্পোজিট, রেপকো ফার্মাসিউটিক্যালস, মাবিয়া শিপ ব্রেকিং, ডায়াবেটিক অ্যাসোসিয়েশন অব বাংলাদেশ, নর্দার্ন ডিস্টিলারিজ, নিউ রাখি টেক্সটাইলস, অলটেক্সইন্ডাস্ট্রিজ, শফিস স্টিল, জারিস কম্পোজিট নিট ইন্ডাস্ট্রিজ ও হিলফুল ফুজুল সমাজকল্যাণ সংস্থা।...

বেক্সিমকোর জন্য অগ্রণী ব্যাংকের বড় ছাড়

০৮ অক্টোবর ২০১৮, প্রথম আলো

ব্যাংক খাতে আবার ছাড় পাচ্ছে বেক্সিমকো গ্রুপ। এবার গ্রুপটির হাতে থাকা তিন কোম্পানির শেয়ারের বিপরীতে দেওয়া ঋণ সমন্বয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছে অগ্রণী ব্যাংক। এর ফলে খেলাপির খাতা থেকে মুক্তি পেয়ে যাবে বেক্সিমকো গ্রুপ।

অগ্রণী ব্যাংকের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী, ৩০০ কোটি টাকা দিলেই বেক্সিমকোর দায় সমন্বয় করে দেওয়া হবে। অথচ বেক্সিমকোকে ব্যাংকটি যে ঋণসুবিধা দিয়েছিল, তা সুদাসলে দাঁড়িয়েছে ৫৩০ কোটি টাকায়। এখন এসে বেক্সিমকোকে ২৩০ কোটি টাকা ছাড় দেওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে রাষ্ট্রমালিকানাধীন অগ্রণী ব্যাংক।

৩০০ কোটি টাকা বিনিয়োগের বিপরীতে ২০১৪ সাল পর্যন্ত বেক্সিমকো গ্রুপ সুদের ১০৭ কোটি টাকা শোধ করে। এর বাইরে গত ৩১ মার্চ পর্যন্ত সুদসহ এই ব্যাংকের পাওনা দাঁড়িয়েছে ৫৩০ কোটি টাকায়। এ পাওনা টাকার বিপরীতে জামানত হিসেবে বেক্সিমকো লিমিটেডের ১ কোটি ৫৩ লাখ ৮০ হাজার ও শাইনপুকুর সিরামিকসের ৯৯ লাখ শেয়ার অগ্রণী ব্যাংকের কাছে বন্ধক রাখা হয়েছে, যার বাজারমূল্য মাত্র ৫৪ কোটি টাকা।

ব্যাংক সূত্রে জানা গেছে, বেক্সিমকো গ্রুপের ভাইস চেয়ারম্যান সালমান এফ রহমানের চাপেই অগ্রণী ব্যাংক কোম্পানিটিকে ৩০০ কোটি টাকার ঋণসুবিধা দিয়েছিল। সালমান এফ রহমান বর্তমানে আওয়ামী লীগ সভানেত্রীর বেসরকারি খাতবিষয়ক উপদেষ্টা।

গণতন্ত্র ও নির্বাচন

হঠাৎ ধরপাকড়ে আতঙ্ক, পুরনো মামলা সচল

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

হঠাৎ করে দেশের বিভিন্ন স্থানে বিএনপির নেতা-কর্মীদের ধরপাকড় শুরু হয়েছে। গত তিন দিনে বিএনপি ও এর অঙ্গসংগঠনের অন্তত ৩০০ নেতা-কর্মীকে আটক করেছে পুলিশ। এ ছাড়া বিভিন্ন জায়গায় পুরোনো মামলা সচল করার পাশাপাশি নতুন করে নাশকতা পরিকল্পনার অভিযোগ এনে মামলা দেওয়া হয়েছে।

সরকারি সূত্রগুলো জানায়, ঢাকায় বিএনপির সমাবেশের পর সরকার মনে করছে, দলটি সংগঠিত হচ্ছে। তারা সরকারবিরোধী আন্দোলনে যেকোনো সময় নেমে পড়তে পারে। এ কারণে বিএনপি যাতে সংগঠিত হতে না পারে, সে জন্য বিভিন্ন স্থানে বিশেষ অভিযান চালানো হচ্ছে।...

বিএনপির মানববন্ধনের সময় আটক ৪৯ জন রিমান্ডে

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

তিন ছেলেকে নিয়ে দোহারে বসবাস করেন সাহিদা বেগম। স্বামী মিজানুর রহমান ফকিরাপুলে থেকে প্রিন্টিংয়ের ব্যবসা করেন। সোমবার সন্ধ্যায় তিনি খবর পান তাঁর স্বামীকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। দোহারের মিজানুর রহমানকে রমনা থানার পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার মামলায় গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে।

আজ তাঁকেসহ (মিজানুর) ১৭ জনকে আদালতে হাজির করে ১০ দিন রিমান্ডে নেওয়ার আবেদন করে রমনা থানার পুলিশ। ঢাকার মুখ্য মহানগর হাকিম আদালত তাঁদের প্রত্যেকের এক দিনের রিমান্ড মঞ্জুর করেন।

বিএনপি চেয়ারপারসন খালেদা জিয়ার সুচিকিৎসা ও মুক্তির দাবিতে সোমবার জাতীয় প্রেস ক্লাবের সামনে দলটির মানববন্ধন চলাকালে ও শেষে ধরপাকড় করে পুলিশ।

মানববন্ধন চলার সময় সাদাপোশাকে থাকা গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা বিএনপির নেতা-কর্মীদের হ্যাঁচকা টেনে ধরে নিয়ে যান। এ সময় কেউ কেউ পালাতে সক্ষম হন, আবার কোনো কোনো দলের সদস্যরা তাঁদের আটক সদস্যকে ছাড়িয়ে নিয়ে যান। মানববন্ধন ঘিরে ঢাকার পাঁচটি থানার পুলিশ ও গোয়েন্দা পুলিশের সদস্যরা প্রেসক্লাব এলাকায় অবস্থান নেন। মানববন্ধনস্থলের পাশে পুলিশের এপিসি, জলকামান ও প্রিজন ভ্যান রাখা ছিল।

'নামে-'বেনামে' ফেইসবুক আইডি খুলুন: এইচ টি ইমাম

১২ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বিডিনিউজ টোয়েন্টিফোর ডটকম

সোশ্যাল মিডিয়ায় অপপ্রচারের জবাব দিতে মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তিকে তৎপরতা বাড়াতে বলেছেন প্রধানমন্ত্রীর রাজনৈতিক উপদেষ্টা এইচ টি ইমাম। নির্বাচনের আগে ইন্টারনেটে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নানা ধরনের অপপ্রচার চলতে পারে বলে আওয়ামী লীগ নেতাদের আশঙ্কা প্রকাশের মধ্যে বুধবার জাতীয় প্রেস ক্লাবে 'বঙ্গবন্ধু সেনা পরিষদ ও মুক্তিযোদ্ধা বিসিএস অফিসার্স কল্যাণ সমিতি'র এক আলোচনা সভায় একথা বলেন ইমাম।

আওয়ামী লীগের উপদেষ্টা পরিষদের এই সদস্য বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ার বড় অংশই বিএনপি-জামায়াতের দখলে রয়েছে। তারা সেটার মাধ্যমে দেশে বড় ধরনের পরিবর্তন আনার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। এদিকে আমাদেরকে নজর দিতে হবে।"

...এক পর্যায়ে তিনি আবেগঘন কণ্ঠে বলেন, "সোশ্যাল মিডিয়ায় মুক্তিযুদ্ধের সপক্ষের শক্তি বৃদ্ধিতে আপনাদের নাতি-নাতনিদের নামে-বেনামে একটার জায়গায় ১০টা কেন, প্রয়োজনে একশটা ফেইসবুক আইডি খুলতে বলুন। নতুন প্রজন্মকে মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় সম্পৃক্ত করুন।"

ভোটের আগে ব্যবসায়ীদের ছাড়

১১ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

নির্বাচনের বছরে ব্যবসায়ীদের আরও বেশি সুবিধা দেওয়া হলো। কর-এ যেমন ছাড় দেওয়া হলো, তেমনি নগদ সহায়তাও বেড়েছে। তৈরি পোশাক রপ্তানিকারকদের উৎসে কর কমিয়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁদের করপোরেট করও কমানো হয়েছে। এর ফলে পোশাকমালিকদের লভ্যাংশ আরও বাড়বে।

দেশের বৃহত্তম রপ্তানি পণ্য তৈরি পোশাক রপ্তানি করলে দশমিক ৬ শতাংশ হারে উৎসে কর দিতে হবে। আগে ছিল দশমিক ৭ শতাংশ। আর করপোরেট করহার ১৫ থেকে ১২ শতাংশ করা হয়েছে।

অন্যদিকে রপ্তানিমুখী খাতে নগদ সহায়তা দেওয়ার পরিধিও বৃদ্ধি করা হয়েছে। পুরোনো খাতগুলোর পাশাপাশি আরও ৯টি নতুন খাতের রপ্তানিকারকেরা এখন থেকে নগদ সহায়তা পাবেন। নগদ সহায়তার রপ্তানি পণ্যের তালিকায় ওষুধ, মোটরসাইকেল, সিরামিকপণ্যের বড় খাত আছে।

বাজেট পাসের ঠিক ৭০ দিনের মাথায় সরকার ব্যবসায়ীদের বিশেষ এই সুবিধা দিল। এতে জাতীয় রাজস্ব বোর্ডের (এনবিআর) রাজস্ব আদায় কমবে। অর্থনীতিবিদেরা বলছেন, ব্যবসায়ীরা শক্তিশালী লবিংয়ের কারণেই এই সুবিধা আদায় করতে পেরেছেন। অর্থবছরের মাঝে এভাবে সুবিধা দিলে বাজেট প্রক্রিয়া বিঘ্নিত হওয়ার আশঙ্কা থাকে।

...একই দিনে ব্যবসায়ীদের এ ধরনের সুবিধা দিয়ে এনবিআর ও বাংলাদেশ ব্যাংক দুটি পৃথক প্রজ্ঞাপন প্রকাশ করেছে। এনবিআরের প্রজ্ঞাপন অনুযায়ী এখন থেকে তৈরি পোশাক খাতসহ সব খাতকেই (পাটপণ্য ছাড়া) রপ্তানিকালে দশমিক ৬ শতাংশ হারে উৎসে কর দিতে হবে। গত ১ জুলাই থেকে এই হার কার্যকর করা হয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে। দেশ থেকে যত পণ্য রপ্তানি হয়, এর ৮৩ শতাংশের বেশি হয় তৈরি পোশাক। প্রতিটি রপ্তানি চালান বন্দর দিয়ে জাহাজীকরণের আগেই উৎসে কর কেটে রাখা হয়। জাহাজীকরণের আগ পর্যন্ত রপ্তানি মূল্যের ওপর বা এফওবি মূল্যের উৎসে কর আরোপ করা হয়। এ ছাড়া নিট ও ওভেন পোশাক উৎপাদক ও রপ্তানিকারকদের বার্ষিক আয়ের ওপর আগের চেয়ে কম, অর্থাৎ ১২ শতাংশ হারে করপোরেট কর দিতে হবে। আর আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত সবুজ কারখানা হলে ওই মালিককে ১০ শতাংশ হারে কর দিলেই হবে। দুটি সুবিধাই আগামী বছরের জুন মাস পর্যন্ত থাকবে।...

বাম জোটের মিছিলে পুলিশের লাঠিপেটা, সংঘর্ষ

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ শেষে বাম গণতান্ত্রিক জোট নির্বাচন কমিশন ভবন ঘেরাওয়ের জন্য মিছিল নিয়ে এগোতে থাকলে পুলিশ কারওয়ান বাজারের কাছে সার্ক ফোয়ারার সামনে লাঠিপেটা করে। এর আগে পুলিশ ও মিছিলকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ হয়।

বাম জোটের দাবি, এ সংঘর্ষে প্রায় অর্ধশত আহত হয়েছে। পুলিশের বাধার কারণে মিছিলটি আর সামনে এগোতে পারেনি।

...দুপুর পৌনে ১২টার দিকে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী বাম গণতান্ত্রিক জোট জাতীয় প্রেসক্লাবের সামনে সমাবেশ করে। 'জনগণের ভোটের অধিকার প্রতিষ্ঠা, অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের গণতান্ত্রিক পরিবেশ নিশ্চিত করার দাবিতে' নির্বাচন কমিশন ঘেরাও সমাবেশের আয়োজন করে তারা। সমাবেশ থেকে নেতা-কর্মীরা মিছিল নিয়ে নির্বাচন কমিশন অভিমুখে মিছিল শুরু করেন।

গায়েবি মামলা: মৃত্যুর ৯ মাস পর আসামি

০৯ অক্টোবর ২০১৮, প্রথম আলো

যশোরের চাঁড়চা গ্রামের জাহাঙ্গীর হোসেন মারা গেছেন ২০১৭ সালের ২৫ ডিসেম্বর। মৃত্যুর নয় মাস পর তিনি 'গায়েবি মামলা'র আসামি হয়েছেন। মামলার এজাহারে পুলিশ বলেছে, জাহাঙ্গীর দলবল নিয়ে ট্রেনের বগিতে আগুন দিয়েছেন, রেললাইনও উপড়ে ফেলেছেন।

মজিবুল এলাহীর বাড়ি ঝিকরগাছা উপজেলার মোবারকপুর গ্রামে। চার বছর ধরে তিনি বিদেশে। তাঁর বিরুদ্ধে অভিযোগ, তিনি পুলিশের ওপর ককটেল ছুড়ে মেরেছেন। এই অভিযোগে গত ৩০ আগস্ট তাঁর বিরুদ্ধে পুলিশ মামলা ঠুকেছে। শুধু জাহাঙ্গীর বা মজিবুলই নন, গত সেপ্টেম্বর থেকে যশোরের ৯টি থানায় এমন ৩৮টি গায়েবি মামলা হয়েছে। এসব মামলায় বিএনপির ৭০০ নেতা-কর্মীকে আসামি করা হয়েছে। গ্রেপ্তার করা হয়েছে অন্তত ২০০ জনকে।

বিএনপির তথ্য অনুসারে সারা দেশে বিএনপিসহ সরকারবিরোধী রাজনৈতিক নেতা-কর্মীদের বিরুদ্ধে ২০ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত ৩ হাজার ৭৩৬টি ফৌজদারি মামলা করা হয়েছে। আসামি করা হয়েছে ৩ লাখ ১৩ হাজার ১৩০ জনকে। এসব মামলায় অজ্ঞাতনামা আসামিও আছে। এসব মামলার এজাহারের বিবরণ প্রায় একই ধরনের।...

নির্বাচনের সময় বিদেশ থাকতে দুই শতাধিক কর্মকর্তা ছুটি চান!

১০ অক্টোবর ২০১৮, বাংলাদেশ প্রতিদিন

আগামী নির্বাচনের সময় দেশের বাইরে থাকতে চান সরকারের অন্তত দুই শতাধিক কর্মকর্তা। ওই সময়টায় ছুটি চেয়ে ইতিমধ্যে জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ে আবেদন করেছেন এসব কর্মকর্তা। কিন্তু সরকারের উচ্চপর্যায় থেকে স্পষ্ট জানিয়ে দেওয়া হয়েছে এ মুহূর্তে দেশের বাইরে কোনো মন্ত্রণালয়ের খুব জরুরি কোনো কাজ না থাকলে কাউকে ছুটি দেওয়া হবে না। সংশ্লিষ্ট সূত্রে জানা গেছে, সরকারের এসব আমলা নির্বাচনকালীন সময়ে কোনো ঝুঁকি নিতে চান না। তাই তারা অসুস্থতা এবং সরকারি বিভিন্ন প্রকল্পের কাজের বিষয়ে অভিজ্ঞতা অর্জনের অজুহাত দেখিয়ে বিদেশে যেতে চেয়ে ছুটির আবেদন করেছেন।

ড. কামালের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের যাত্রা

১৩ অক্টোবর ২০১৮, প্রথম আলো

গণফোরামের সভাপতি ড. কামাল হোসেনের নেতৃত্বে জাতীয় ঐক্যফ্রন্টের আনুষ্ঠানিক যাত্রা শুরু হয়েছে। এই ফ্রন্টের ঘোষণায় নির্বাচনের আগে

সরকারের পদত্যাগ, সংসদ ভেঙে দিয়ে সর্বদলীয় গ্রহণযোগ্য সরকার গঠন এবং খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দীর মুক্তির দাবি করা হয়েছে।

...জাতীয় প্রেসক্লাবে সংবাদ সম্মেলন করে এ ঘোষণা দেওয়া হয়। এ সময় বিএনপি, জেএসডি ও নাগরিক ঐক্যের নেতারা উপস্থিত ছিলেন। তবে সাবেক রাষ্ট্রপতি এ কিউ এম বদরুদ্দোজা চৌধুরী বা তাঁর দল বিকল্পধারার কোনো নেতাকে দেখা যায়নি।

ঐক্যফ্রন্টের ৭ দফা দাবিগুলো হলো:

১. অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের লক্ষ্যে সরকারের পদত্যাগ, জাতীয় সংসদ বাতিল, আলোচনা করে নিরপেক্ষ সরকার গঠন এবং খালেদা জিয়াসহ সব রাজবন্দীর মুক্তি ও মিথ্যা মামলা প্রত্যাহার।

২. নির্বাচন কমিশনের পুনর্গঠন ও নির্বাচনে ইভিএম ব্যবহার না করার নিশ্চয়তা দেওয়া।

৩. বাক, ব্যক্তি, সংবাদপত্র, টেলিভিশন, সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ও সব রাজনৈতিক দলের সভা-সমাবেশের স্বাধীনতা নিশ্চিত করা।

৪. কোটা সংস্কার ও নিরাপদ সড়কের দাবিতে আন্দোলন, সামাজিক গণমাধ্যমে মতপ্রকাশের অভিযোগে দায়ের করা মামলা প্রত্যাহার ও গ্রেপ্তারকৃতদের মুক্তি দিতে হবে। ডিজিটাল নিরাপত্তা আইন বাতিল করা।

৫. নির্বাচনের ১০ দিন আগে থেকে নির্বাচনের পর সরকার গঠন পর্যন্ত বিচারিক ক্ষমতাসহ সেনাবাহিনী মোতায়েন এবং আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী নিয়োজিত ও নিয়ন্ত্রণের পূর্ণ ক্ষমতা নির্বাচন কমিশনকে দেওয়া।

৬. নির্বাচনে স্বচ্ছতা নিশ্চিত করতে দেশীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যবেক্ষক নিয়োগের ব্যবস্থা নিশ্চিত এবং সম্পূর্ণ নির্বাচন প্রক্রিয়া পর্যবেক্ষণে তাঁদের ওপর কোনো ধরনের বিধিনিষেধ আরোপ না করা এবং গণমাধ্যমকর্মীদের ওপর নিয়ন্ত্রণ আরোপ না করা।

৭. তফসিল ঘোষণার তারিখ থেকে নির্বাচনের চূড়ান্ত ফল প্রকাশিত না হওয়া পর্যন্ত চলমান সব রাজনৈতিক মামলা স্থগিত রাখা এবং নতুন কোনো মামলা না দেওয়ার নিশ্চয়তা দেওয়া।

বৃহত্তর জাতীয় ঐক্য প্রক্রিয়া এগিয়ে নিতে ১১টি লক্ষ্য চূড়ান্ত করা হয়েছে। লক্ষ্যগুলো হলো:

১. মুক্তিসংগ্রামের চেতনাভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তোলার লক্ষ্যে এক ব্যক্তিকেন্দ্রিক নির্বাহী ক্ষমতা অবসানের জন্য সংসদে, সরকারে, রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য আনা এবং প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণ, ন্যায়পাল নিয়োগ করা।

২. সংবিধানের ৭০ অনুচ্ছেদ সংশোধন, সাংবিধানিক প্রতিষ্ঠানের গুরুত্বপূর্ণ পদে নির্দলীয়, নিরপেক্ষ ও সৎ-যোগ্য ব্যক্তিদের নিয়োগের জন্য সাংবিধানিক কমিশন গঠন করা।

৩. বিচার বিভাগের স্বাধীনতা ও ক্ষমতা নিশ্চিত করা।

৪. দুর্নীতি দমন কমিশনকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় সংস্কার নিশ্চিত করা হবে। দুর্নীতিমুক্ত, দক্ষ ও জবাবদিহিমূলক প্রশাসন গড়ে তুলে সুশাসন নিশ্চিত করার লক্ষ্যে সরকারি-বেসরকারি পর্যায়ে দুর্নীতি কঠোর হাতে দমন ও দুর্নীতির দায়ে জড়িত ব্যক্তিদের বিচারের আওতায় আনা।

৫. বিনিয়োগ বৃদ্ধির পরিবেশ সৃষ্টি, বেকারত্বের অবসান ও শিক্ষিত যুবসমাজের সৃজনশীলতা ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে নিয়োগের ক্ষেত্রে মেধাকে একমাত্র যোগ্যতা হিসেবে বিবেচনা করা।

৬. জনগণের মৌলিক মানবাধিকার, নারীর ক্ষমতায়ন, কৃষক-শ্রমিক ও দরিদ্র মানুষের শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও পুষ্টি সরকারি অর্থায়নে সুনিশ্চিত করা।

৭. জনপ্রশাসন, পুলিশ প্রশাসন, স্থানীয় সরকারসহ রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠানকে দুর্নীতি ও দলীয়করণ থেকে মুক্ত করা।

৮. বাংলাদেশ ব্যাংকসহ আর্থিক প্রতিষ্ঠানে শৃঙ্খলা আনা, সম্পদের সর্বোচ্চ ব্যবহার, সুষম বণ্টন ও জনকল্যাণমুখী অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি নিশ্চিত করা।

৯. জঙ্গিবাদ, সন্ত্রাসবাদ ও সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে জাতীয় ঐকমত্য গঠন এবং প্রতিশোধ, প্রতিহিংসা ও নেতিবাচক রাজনীতির বিপরীতে ইতিবাচক সৃজনশীল এবং কার্যকর ভারসাম্যের রাজনীতি প্রতিষ্ঠা করা।

১০. 'সকল দেশের সঙ্গে বন্ধুত্ব, কারও সঙ্গে শত্রুতা নয়' এই নীতির আলোকে পররাষ্ট্রনীতি অনুসরণ করা।

১১. প্রতিরক্ষা বাহিনীকে আধুনিক প্রশিক্ষণ, প্রযুক্তি ও সমরসম্ভারে সুসজ্জিত, সুসংগঠিত ও যুগোপযোগী করা।

পরিবেশ

সুন্দরবনে শিল্পায়ন বন্ধের তাগিদ জাতিসংঘ কমিশনের

১ আগস্ট ২০১৮, বাংলা ট্রিবিউন

সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলে বাংলাদেশকে শিল্পায়ন বন্ধের তাগিদ দিয়েছে জাতিসংঘ কমিশন। সংস্থাটির মানবাধিকার বিষয়ক কার্যালয় হিউম্যান রাইটস অফিস অব দ্য হাই কমিশনার-এর ওয়েবসাইটে প্রকাশিত এক বিবৃতি থেকে এ কথা জানা গেছে। বিবৃতিতে জাতিসংঘের মানবাধিকার ও পরিবেশবিষয়ক বিশেষ দূত জন এইচ নক্স দাবি করেছেন, সেখানে দ্রুত গতির শিল্পায়ন লাখ লাখ মানুষের মানবাধিকার লঙ্ঘিত হওয়ার কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে। হুমকির মুখে পড়েছে সেখানকার বাস্তুসংস্থান প্রক্রিয়া ও বিপন্ন প্রাণীপ্রজাতি।

বঙ্গোপসাগরের কূল ঘেঁষে অবস্থিত সুন্দরবনকে বিশ্বের অন্যতম প্রাকৃতিক আশ্চর্য হিসেবে বিবেচনা করা হয়। এটি প্রাকৃতিক জলাভূমি রক্ষাসংক্রান্ত রামসার কনভেশন এবং ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্যের তালিকাভুক্ত। ইউনেস্কোর বিশ্ব ঐতিহ্য কমিটি এবং ইন্টারন্যাশনাল ইউনিয়ন ফর কনজারভেশন অব নেচারের আপত্তি থাকার পরও বাংলাদেশ সুন্দরবন এলাকায় ৩২০টির বেশি শিল্পায়ন প্রকল্প অনুমোদন করেছে। যার মধ্যে রয়েছে বৃহদায়তনের রামপাল কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র।

জন এইচ নক্স বলেন, 'সুন্দরবনে দ্রুত গতির শিল্পায়ন বেঙ্গল টাইগার, গঙ্গা নদীর ডলফিন ও অন্যান্য বিপন্ন প্রজাতির অভাবনীয় বাস্তুসংস্থানকেই কেবল হুমকির মুখে ফেলছে না, সেই সঙ্গে গুরুতর ঝুঁকিতে ফেলছে ৬৫ লাখ মানুষের মানবাধিকার, যাদের জীবন, স্বাস্থ্য, গৃহায়ণ, খাদ্য ও সাংস্কৃতিক কার্যক্রম সরাসরি নিরাপদ, সমৃদ্ধ ও টেকসই সুন্দরবনের ওপর নির্ভর করে।' সুন্দরবনের সংরক্ষিত বনাঞ্চলের ১০ কিলোমিটারের ভেতরে কোনো শিল্পায়নের অনুমতি না দিতে ২০১৭ সালে নির্দেশ দেয় হাইকোর্ট। তারপরও সরকারের অনুমোদন দেওয়া চলমান আছে বলে বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়। সুন্দরবনের বিশৃঙ্খল শিল্পায়নের ঝুঁকি বিশ্বব্যাপী পরিবেশ যে ঝুঁকির মোকাবেলা করছে তার একটি নিদর্শন বলে মন্তব্য করেন জাতিসংঘের বিশেষ দূত। নক্স বলেন, 'অবশ্যই সারা বিশ্বের মানুষের মতো বাংলাদেশের মানুষেরও অর্থনৈতিক কল্যাণের প্রয়োজন। তবে পরিবেশগত ক্ষতি উপেক্ষা করে স্বল্পমেয়াদি অর্থনৈতিক লাভ চাওয়ার মানে মরীচিকার পেছনে ছুটে চলা। টেকসই পরিবেশ ছাড়া অর্থনৈতিক অর্জন টেকসই হবে না।' তিনি বলেন, 'সত্যিকারের টেকসই উন্নয়নের জন্য পরিবেশের সুরক্ষা গুরুত্বপূর্ণ। আর তা নিশ্চিত করার জন্য পরিবেশসংশিষ্টদের জবাবদিহি করতে হবে। সেই সাথে প্রস্তাবিত শিল্পায়ন প্রকল্পের জন্য যারা সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত, তাদের কথা সরকারকে অবশ্যই শুনতে হবে।

জন এইচ নক্স আরও বলেন, 'যারা উন্নয়ন প্রকল্প নিয়ে প্রশ্ন তোলেন তাদের প্রায়ই উপেক্ষা করা হয় বা রাষ্ট্রের শত্রু বলে গণ্য করা হয়। কিন্তু আসলে তাদের টেকসই উন্নয়নের বীর সেনানী বলে বিবেচনা করা দরকার।' বিশ্বের সবচেয়ে বড় ম্যানগ্রোভ বন সুন্দরবন রক্ষায় সবারই নজর রয়েছে বলে মন্তব্য করেন নক্স।

ঢাকার দুই-তৃতীয়াংশ মানুষ বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না

১২ আগস্ট ২০১৮, প্রথম আলো

ঢাকার দুই-তৃতীয়াংশ এলাকার মানুষ পুরোপুরি বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে না। এসব এলাকার মধ্যে পুরান ঢাকাসহ কিছু অংশের গ্রাহকেরা বেশির ভাগ ক্ষেত্রে শুধু দূষিত পানিই পেয়ে থাকে। বাকি এক-তৃতীয়াংশ এলাকার মানুষই কেবল বর্তমানে বিশুদ্ধ পানি পাচ্ছে।

ঢাকা ওয়াসার দায়িত্বশীল সূত্রে এ তথ্য পাওয়া যায়। সূত্রমতে, রাজধানীর বেশির ভাগ এলাকার পানির পাইপ অনেক পুরোনো। মাটির নিচে জং ধরে

গেছে। এ ছাড া অবৈধ সংযোগ নেওয়ার কারণে পাইপলাইন ফুটো করায় ময়লা ঢুকে পানি দূষিত হয়। বর্তমানে দুই-তৃতীয়াংশ এলাকায় এ ধরনের সমস্যার কারণে পানি দূষিত হচ্ছে।...

বিষাক্ত শিল্পবর্জ্যে দূষিত তুরাগ

০৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

টঙ্গী বিসিক এলাকায় শিল্পকারখানার বর্জ্য ব্যবস্থাপনা চলছে চরম অব্যবস্থাপনায়। বর্জ্য ফেলার কোনো নির্দিষ্ট জায়গা নেই। কিছু কারখানার নিজস্ব ইফ্লুয়েন্ট ট্রিটমেন্ট প্যান্ট বা বর্জ্য পরিশোধনাগার (ইটিপি) থাকলেও খরচ বাঁচাতে তা সব সময় চালানো হয় না। ফলে শিল্প বর্জ্য নির্গমনের যেন একটাই ঠিকানা, তুরাগ নদ।

এ জন্য বিসিক শিল্পনগর থেকে তুরাগ নদ পর্যন্ত পাকা নর্দমা তৈরি করা হয়েছে। সেই নর্দমা দিয়ে শুধু বিসিক-ই নয়, আশপাশের অন্যান্য কারখানার বর্জ্যও গিয়ে পড়ে তুরাগ নদে। শিল্পবর্জ্যে প্রতিনিয়তই তুরাগের পাশাপাশি আশপাশের পরিবেশও দূষিত হচ্ছে। বিশেষ করে শুষ্ক মৌসুমে দুর্গন্ধের কারণে টঙ্গী এলাকায় তুরাগের দুই তীরের ব্যবসায় প্রতিষ্ঠান ও বাসাবাড়িতে টিকে থাকা কঠিন হয়ে পড়ে। তবে বর্ষায় পানির প্রবাহ বেশি থাকায় দুর্গন্ধ একটু কম থাকে।

শিল্পবিপ্লবে অচেনা হবিগঞ্জ, চেনা দূষণ

০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বণিকবার্তা

গ্যাস-বিদ্যুতের প্রাপ্যতা, সঙ্গে সহজ যোগাযোগ ব্যবস্থা। ঢাকা-সিলেট মহাসড়কের মাধবপুর থেকে হবিগঞ্জ পর্যন্ত ৫২ কিলোমিটারেই অর্ধশতাধিক শিল্প-কারখানা। অচেনা হবিগঞ্জে যেন শিল্পবিপ্লব। এসব শিল্পের মধ্যে বেশকিছু বড় গ্রুপের কারখানাও রয়েছে। অনেকে জায়গা কিনে রেখেছেন নতুন শিল্প গড়ার প্রত্যাশায়। চালু শিল্পের বিষাক্ত বর্জ্যে দূষিত হচ্ছে জেলার নদী-খাল। একই দূষণে হুমকিতে পড়েছে জেলার মধ্য দিয়ে বয়ে যাওয়া সুতাং নদীও।

শিল্পবর্জ্যের দূষণের কারণে নদী-তীরবর্তী বুলা, করাব, লুকড়া, নূরপুর, ব্রাহ্মণডোরা, রাজিউড়া, লাখাই সদরসহ বেশ কয়েকটি ইউনিয়নের গ্রামে কৃষি, স্বাস্থ্য ও দৈনন্দিন জীবনে নেতিবাচক প্রভাব পড়তে শুরু করেছে। শিল্পবর্জ্যের উৎকট গন্ধে অতিষ্ঠ এলাকার মানুষজন। দূষণের কারণে নদী-তীরবর্তী প্রায় ৪০ কিলোমিটার এলাকার ফসলি জমি ও জীববৈচিত্র্য হুমকির মুখে। এ নদীতে এক সময় প্রচুর মাছ পাওয়া গেলেও এখন তার দেখা নেই। এতে হুমকিতে পড়েছে কয়েক হাজার জেলের জীবন-জীবিকা। কৃষকরা সেচের কাজেও ব্যবহার করতে পারছেন না সুতাংয়ের পানি।

হবিগঞ্জ সদর উপজেলার সাধুরবাজারে গিয়ে কথা হয় স্থানীয় বাসিন্দাদের সঙ্গে। সুতাং নদীর দূষণের বিষয়ে জানতে চাইলে তারা বলেন, প্রাণ-আরএফএল ও স্কয়ার গ্রুপ অলিপুরে বিশাল এলাকাজুড়ে একাধিক শিল্প-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছে। এসব প্রতিষ্ঠানের বর্জ্য ফেলা হচ্ছে সুতাং নদীতে।

পরিবেশ দূষণের কারণে বাংলাদেশে এক বছরে মারা গেছে ৮০ হাজার মানুষ: বিশ্বব্যাংক

১৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বিবিসি বাংলা

বিশ্ব ব্যাঙ্ক বলছে, বাংলাদেশে প্রতি বছর যতো মানুষের মৃত্যু হয় তার ২৮ শতাংশই মারা যায় পরিবেশ দূষণজনিত অসুখবিসুখের কারণে। কিন্তু সারা বিশ্বে এধরনের মৃত্যুর গড মাত্র ১৬ শতাংশ।

রবিবার বিশ্বব্যাংকের প্রকাশিত এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, দূষণ ও পরিবেশগত ঝুঁকির কারণে যেসব দেশ সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত তার একটি বাংলাদেশ।

গবেষণায় আরো বলা হয়েছে, ৭ থেকে ৮ প্রবৃদ্ধির একটি উচ্চতর মধ্যম আয়ের দেশ হয়ে উঠতে হলে বাংলাদেশকে এখনই, বিশেষ করে শহর এলাকায় দূষণ রোধ করতে ও পরিবেশ রক্ষায় ব্যবস্থা নিতে হবে।

বিশ্বব্যাংক ২০১৫ সালের এক পরিসংখ্যান তুলে ধরে বলেছে, শহরাঞ্চলে এই দূষণের মাত্রা উদ্বেগজনক পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছেছে তারা বলছে, দূষণের কারণে ২০১৫ সালে বাংলাদেশের বিভিন্ন শহরে ৮০ হাজার মানুষের মৃত্যু হয়েছে।

এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে তুলনা করতে গিয়ে প্রতিবেদনে উল্লেখ করা হয়েছে, পরিবেশ দূষণজনিত কারণে বাংলাদেশে যেখানে ২৮ শতাংশ মৃত্যু হয় সেখানে মালদ্বীপে এই হার ১১ দশমিক ৫ শতাংশ।

ভারতে ২৬ দশমিক ৫। পাকিস্তানে ২২ দশমিক ২। আফগানিস্তানে ২০ দশমিক ৬। শ্রীলঙ্কায় ১৩ দশমিক ৭।

পরিবেশ ইস্যুতে বিতর্কিত হয়ে পড়ছে অর্থনৈতিক অঞ্চল

২৬ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বণিকবার্তা

বিনিয়োগ বাড়াতে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে গড়ে উঠছে অর্থনৈতিক অঞ্চল। এসব অঞ্চল গড়ে তুলতে গিয়ে বিরোধ দেখা দিচ্ছে জমি নিয়ে। বিতর্কিত হয়ে পড়ছে পরিবেশ ইস্যুতে। কোনো কোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে কৃষিজমি দখলের অভিযোগ উঠছে। নদী ও বনের জমি দখলের অভিযোগও রয়েছে কোনো কোনো অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে।

প্রাক-যোগ্যতা সনদ পাওয়া অর্থনৈতিক অঞ্চলগুলোর একটি সোনারগাঁ ইকোনমিক জোন। কৃষিজমিকে অর্থনৈতিক অঞ্চলটির আওতায় নিয়ে আসার অভিযোগ রয়েছে তাদের বিরুদ্ধে। অর্থনৈতিক অঞ্চলটি যে ভূমি উন্নয়ন করছে, সেখানে নদীর জমিও থাকছে। পরিবেশ অধিদপ্তরের নারায়ণগঞ্জ জেলা কার্যালয় সরেজমিন পরিদর্শনে সোনারগাঁ অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে সংলগ্ন কৃষিজমি, জলাভূমি ও নিচু জমিতে বালি ভরাটের প্রমাণও পেয়েছে। এসব এলাকা বালি ভরাটে নিষেধাজ্ঞা দিয়েছেন আদালতও।

বর্তমানে সবচেয়ে দ্রুত এগিয়ে চলেছে মিরসরাই অর্থনৈতিক অঞ্চলের কাজ। ২০১৪ সালে অঞ্চলটির জমি নিয়ে বিরোধ দেখা দেয়। বনের জমি দখলের অভিযোগও ওঠে অর্থনৈতিক অঞ্চলটির বিরুদ্ধে। এছাড়া সম্প্রতি নদীর জমি দখল ও নতুন জেগে ওঠা চরে বালি ফেলে স্থাপনা নির্মাণের অভিযোগ ওঠে বেসরকারি উদ্যোগের আমান অর্থনৈতিক অঞ্চলের বিরুদ্ধে। বিষয়টি নিয়ে পরিবেশ অধিদপ্তর ও সংশ্লিষ্ট ভূমি অফিস থেকে নোটিসও দেয়া হয়। পরবর্তীতে রিট আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে আদালত দখল বন্ধের নির্দেশ দেন।

ক্ষতিকর ই-কোলাই ব্যাক্টেরিয়া ৮০ ভাগ ট্যাপের পানিতে

১২ অক্টোবর ২০১৮, ইত্তেফাক

পাইপ লাইনে সরবরাহকৃত ট্যাপের ৮০ ভাগ পানিতে ক্ষতিকর জীবাণু ই-কোলাই পাওয়া গেছে। এই পানির মান পুকুরের পানির মতো উল্লেখ করেছে বিশ্বব্যাংক। সবমিলিয়ে দেশের ব্যবহারযোগ্য পানির ৪১ শতাংশে ক্ষতিকর এই ব্যাক্টেরিয়ার উপস্থিতি পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, ডায়রিয়ার জন্য প্রধানত দায়ী এই ই-কোলাই ব্যাক্টেরিয়া মলমূত্র এবং পানির মাধ্যমে ছড়ায়। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, এদেশের ১৩ ভাগ পানির উৎসে আর্সেনিক পাওয়া গেছে। আর্সেনিকের দূষণ চট্টগ্রাম ও সিলেটে বেশি লক্ষ্য করা গেছে। তবে প্রাকৃতিক দুর্যোগের কারণেও বাংলাদেশের পানি ও স্যানিটেশন ব্যবস্থা বাধাগ্রস্ত হচ্ছে। উপকূল অঞ্চলে লবণাক্ততার সমস্যা রয়েছে যা মূলত দরিদ্র্যদের বেশি ভোগাচ্ছে। এদেশে এক-তৃতীয়াংশ পরিবার দূষণের ঝুঁকিতে রয়েছে।

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের জন্য আমদানি করা হচ্ছে কয়লা

২৬ আগস্ট ২০১৮, সমকাল

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্র দ্রুত চালু করতে প্রাথমিকভাবে এক লাখ টন কয়লা আমদানি করা হবে বলে জানিয়েছেন বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ প্রতিমন্ত্রী নসরুল হামিদ। এই কয়লা সেপ্টেম্বরে আসার কথা রয়েছে।

বিদ্যুৎ বিভাগ সূত্রে জানা গেছে, কয়লা সরবরাহের জন্য সিঙ্গাপুরে বাংলাদেশ দূতাবাসে ১৩ কোম্পানির কাছ থেকে আগ্রহপত্র (আরএফপি) চাওয়া হয়েছে। এক্ষেত্রে কয়লা খনি থেকে বড়পুকুরিয়া পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব নিতে হবে সরবরাহকারীকে। আগামী বৃহস্পতিবার সিঙ্গাপুরে আরএফপি জমা দেওয়ার শেষ দিন নির্ধারণ করা হয়েছে। সমুদ্রপথে আমদানি করার পর এই কয়লা রেলপথে দিনাজপুরের বড়পুকুরিয়া পর্যন্ত নেওয়া হবে। এ জন্য সম্ভাব্য পাঁচটি রুট নির্ধারণ করা হয়েছে।

আগামী সেপ্টেম্বর থেকে বড়পুকুরিয়া খনির কয়লা উত্তোলন শুরু হওয়ার কথা রয়েছে। তবে বিদ্যুৎকেন্দ্র পূর্ণ ক্ষমতায় চালাতে আগামীতে বড়পুকুরিয়ার কয়লার বাইরেও প্রতি মাসে ৮৬ হাজার টন কয়লা আমদানি করা হবে বলে বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড (পিডিবি) সূত্রে জানা গেছে।

বড়পুকুরিয়া বিদ্যুৎকেন্দ্রের তিনটি ইউনিট একসঙ্গে চালানো হলে প্রতিদিন পাঁচ হাজার টন কয়লার দরকার হয়। একটি ইউনিট সংস্কারের জন্য বন্ধ থাকায় বর্তমানে প্রতিদিন চার হাজার টন কয়লার প্রয়োজন হবে।

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি: কয়লার নামে ৮৫০ কোটি টাকা পানিতে

০৩ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

৫ শতাংশ বেশি আর্দ্রতাসহ কয়লা কিনে প্রায় ৮৪৬ কোটি টাকা গচ্চা দিয়েছে বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি কোম্পানি লিমিটেড (বিসিএমসিএল)। এই খনির কয়লা উত্তোলনকারী চীনের দুই প্রতিষ্ঠানের কনসোর্টিয়ামের কাছ থেকে ৫ দশমিক ১ শতাংশ আর্দ্রতাসহ কয়লা কেনার চুক্তি করা হয়। কিন্তু কয়লা কেনা হয়েছে ১০ শতাংশ আর্দ্রতাসহ।

এদিকে গত জুলাইয়ে হঠাৎ জানা গেছে, খনির ১ লাখ ৪৪ হাজার টন কয়লার কোনো হদিস নেই। মূলত এই খনির কয়লা দিয়ে চলা বড়পুকুরিয়া তাপভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি কয়লার অভাবে বন্ধ হয়ে গেলে এই 'চুরি' নজরে আসে। এই কয়লার আনুমানিক বাজারমূল্য ২৩০ কোটি টাকা। খনি কর্তৃপক্ষ শুরুতে একে সিস্টেম লস বা প্রক্রিয়াগত লোকসান বলে দাবি করে। কিন্তু খনির তদারকি সংস্থা পেট্রোবাংলা তদন্ত করে বলেছে, খনি কর্তৃপক্ষ শুরু থেকেই কয়লার যথাযথ হিসাব রাখেনি। ২০০৫ সাল থেকে বাণিজ্যিকভাবে এই খনির কয়লা তোলা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া খনি কর্তৃপক্ষের পর্ষদ সভার গত মাসের প্রতিবেদন অনুযায়ী ১৩ বছরে এই খনি থেকে তোলা ১ কোটি ১ লাখ ৬৬ হাজার টন কয়লা কিনেছে সরকার। ২০১১ সালের ২৩ সেপ্টেম্বর বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয়ের জ্বালানি বিভাগে দেওয়া একটি উপস্থাপনায় বলা হয়, বড়পুকুরিয়া খনির কয়লায় ১০ শতাংশ আর্দ্রতা রয়েছে। কয়লার আর্দ্রতা পরিমাপের জন্য রসায়নবিদ নিয়োগের কথা থাকলেও গত ১৩ বছরে এই পদে কাউকে নিয়োগ দেওয়া হয়নি। ফলে পূর্ণ আর্দ্রতায় (১০ শতাংশ) খনির কয়লা কিনেছে সরকার। চীনা দুই প্রতিষ্ঠান সিএমসি, এক্সএমসির কনসোর্টিয়ামের সঙ্গে পেট্রোবাংলার করা চুক্তির চেয়ে ৫ শতাংশ বেশি আর্দ্রতায় কেনার ফলে এ পর্যন্ত প্রায় ৫ লাখ টন বেশি ওজন কয়লার সঙ্গে যুক্ত হয়েছে। খোলাবাজারে প্রতি টন কয়লা ১৬ হাজার ৯২৭ টাকায় বিক্রি করে বিসিএমসিএল। এ হিসাবে ৫ লাখ টন কয়লার মূল্য ৮৪৬ কোটি টাকা।...

গরিবের ভিটায় বিদ্যুৎকেন্দ্র

০৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

... অংকুজান গ্রামের ৪৫০ পরিবারের কয়েক হাজার মানুষ ঘরবাড়ি হারানোর শঙ্কায় দিন পার করছেন। ওই গ্রামের ভূমিহীনদের ৩১০ একর জমির ওপর আইসোটেক ইলেকট্রিফিকেশন কোম্পানি'র ৩০৭ মেগাওয়াট কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের কাজ চলছে।

সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, পায়রা নদীর মোহনায় কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্র নির্মাণের সাইনবোর্ড। খোট্টার চর হিসেবে পরিচিত এ এলাকায় বসবাসরত সবাই সাগর ও নদীতে মাছ ধরে জীবিকা নির্বাহ করেন। বিদ্যুৎকেন্দ্রের সীমানা লাগোয়া বন বিভাগের সৃজিত বনভূমি রয়েছে।

এ প্রকল্প থেকে দেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম শ্বাসমূলীয় সংরক্ষিত বন টেংরাগিরির দূরত্ব চার কিলোমিটারের কম। আর নদীর ওপারে বরগুনার পাথরঘাটার সংরক্ষিত লালদিয়া বনের দূরত্ব এক কিলোমিটারের কম।

জানা গেছে, কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের জন্য এখনো পরিবেশ অধিদপ্তরের চূড়ান্ত অনুমতি বা পরিবেশগত প্রভাব সমীক্ষা (ইআইএ) নেয়নি আইসোটেক। পরিবেশের জন্য লাল ক্যাটাগরির অতিবিপজ্জনক তালিকায় থাকা কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রের কাজ শুরু করতে হলে ইআইএর অনুমোদন নেওয়া বাধ্যতামূলক। আইসোটেক এসব আইন অমান্য করে সেখানে মাটি ভরাটের কাজ শুরু করেছে।

এলাকাবাসী জানায়, নব্বইয়ের দশকের শেষের দিকে পায়রা নদী থেকে খোট্টারচর জেগে ওঠার পর সেখানে স্থানীয় ভূমিহীন দরিদ্র মানুষ বাস শুরু করে। এরপর বরগুনার জেলা প্রশাসক ২০০২ সালে ৯৯ বছরের জন্য পরিবারপ্রতি এক একর জমি ইজারা দিয়েছেন। আইন অনুযায়ী এ জমি কেউ বিক্রি করতে পারবে না।

এ ছাড়া গত ২৯ মে হাইকোর্ট অংকুজান গ্রামে সরকারি খাসজমিতে ৩০৭ মেগাওয়াটের কয়লাভিত্তিক বিদ্যুৎকেন্দ্রটি নির্মাণের স্থগিতাদেশ দেন। সম্প্রতি সরেজমিনে দেখা যায়, ১৪টি মাটি কাটার যন্ত্র দিয়ে প্রস্তাবিত বিদ্যুৎকেন্দ্রের জায়গা ভরাট করা হচ্ছে।

বড়পুকুরিয়া খনি: উত্তরাংশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে কয়লা তোলার সম্ভাব্যতা যাচাই হবে

২৭ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

বড়পুকুরিয়া কয়লাখনির মূল এলাকার বাইরের উত্তরাংশে উন্মুক্ত পদ্ধতিতে (ওপেন পিট মাইনিং) কয়লা উত্তোলনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাই করার উদ্যোগ নিয়েছে সরকার। বিদ্যুৎ, জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ মন্ত্রণালয় সম্পর্কিত সংসদীয় স্থায়ী কমিটির বৈঠকে এই তথ্য জানানো হয়।

সংসদীয় কমিটির বৈঠকে জ্বালানি ও খনিজ সম্পদ বিভাগের দেওয়া এক প্রতিবেদনে বলা হয়, বড়পুকুরিয়া কয়লাখনি উন্নয়নের কাজ শুরু হওয়ার পর থেকে গত ১৯ জুলাই পর্যন্ত উৎপাদন থেকে বিক্রয় ও ব্যবহার শেষে মজুতের পরিমাণ রেকর্ড ছিল ১ লাখ ৪৭ হাজার ৬৪৪ টন। কিন্তু কোল ইয়ার্ডে বাস্তব মজুত পাওয়া যায় ৩ হাজার টন। অর্থাৎ রেকর্ডের চেয়ে ১ লাখ ৪৪ হাজার ৬৪৪ টন কম ছিল, যা মোট উৎপাদনের ১ দশমিক ৪২ শতাংশ।

সমীক্ষা প্রতিবেদন থেকে দেখা যায়, বড়পুকুরিয়া সেন্ট্রাল মাইনিং এলাকাবহির্ভূত উত্তরাংশে দেড় কিলোমিটার এলাকায় ভূগর্ভস্থ রুম অ্যান্ড পিলার মাইনিং পদ্ধতি অবলম্বনে প্রায় ৯২ মিলিয়ন টন ভূতাত্ত্বিক মজুতরত কয়লার মধ্যে মাত্র ৩ দশমিক ৯৪ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন করা সম্ভব। সেন্ট্রাল মাইনিং এলাকার দক্ষিণাংশে আন্ডার গ্রাউন্ড লংওয়াল মাইনিং পদ্ধতি অবলম্বনে ভূতাত্ত্বিকভাবে মজুতরত ৬২ মিলিয়ন টন কয়লার মধ্যে প্রায় ১০ দশমিক ১৪ মিলিয়ন টন কয়লা উত্তোলন সম্ভব হবে। এ ছাড়া বড়পুকুরিয়ার সেন্ট্রাল মাইনিং এলাকাবহির্ভূত উত্তরাংশে ওপেন পিট মাইনিং পদ্ধতিতে কয়লা উত্তোলনের বিষয়ে সম্ভাব্যতা যাচাইয়ের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে।...

ভারত-বাংলাদেশ সম্পর্ক

ভারত থেকে আরও বিদ্যুৎ আসছে

০৯ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

বিদ্যুৎ ও জ্বালানি খাতে দ্বিপক্ষীয় সহযোগিতার আওতায় ভারত থেকে আরও বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হচ্ছে। আজ রোববার দিবাগত রাত ১২টার পর ৩০০ মেগাওয়াট দিয়ে এই বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হবে। পর্যায়ক্রমে চাহিদা, গ্রিড সমন্বয় (সিনক্রোনাইজেশন) প্রভৃতির ওপর নির্ভর করে পর্যায়ক্রমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি হবে।

কুষ্টিয়ার ভেড়ামারায় নতুন স্থাপিত উচ্চ ক্ষমতার গ্রিড উপকেন্দ্রের (এইচভিডিসি) দ্বিতীয় বকের মাধ্যমে এই বিদ্যুৎ আমদানি হবে। এর আগে ২০১৩ সালের ৫ অক্টোবর ভেড়ামারায় স্থাপিত এইচভিডিসির প্রথম ব্লকের মাধ্যমে ৫০০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি শুরু হয়। বর্তমানে ওই ৫০০ মেগাওয়াট ছাড়াও ত্রিপুরা থেকে ১৬০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ আমদানি হচ্ছে। এই মোট ৬৬০ মেগাওয়াটের সঙ্গে নতুন ৫০০ মেগাওয়াট যুক্ত হচ্ছে।

বাংলাদেশ দিয়ে পণ্য পরিবহণে সায় ঢাকার

১৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮, আনন্দবাজার

বাংলাদেশের চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর দিয়ে ভারতীয় পণ্য উত্তর-পূর্ব ভারতে পরিবহণ নিয়ে দিল্লির সঙ্গে একটি চুক্তির খসড া সোমবার অনুমোদন করেছে বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা। গ্যাট নীতিমালা মেনে পণ্য পরিবহণের জন্য ভারতের কাছ থেকে শুল্ক বা কর ছাড াও বন্দর উন্নয়নের মাসুল এবং পরিবহণ খরচ নেবে বাংলাদেশ। চট্টগ্রাম বা মংলা বন্দর থেকে উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলি সংলগ্ন চারটি চেকপোস্ট পর্যন্ত ভারতীয় পণ্য পরিবহণ করা হবে বাংলাদেশি ট্রাকে। উত্তর-পূর্বের রাজ্যগুলির সঙ্গে ভারতের মূল ভূখণ্ডের সড ক যোগাযোগের সমস্যা রয়েছে। বাংলাদেশের বন্দর ও ভূখন্ড ব্যবহার করে এই অঞ্চলে পণ্য

পরিবহণের জন্য দিল্লি বরাবর ঢাকার কাছে দরবার করে এসেছে। বাংলাদেশের মন্ত্রিসভা এ বিষয়ে দু'দেশের চুক্তিতে অনুমোদন দেওয়ার পরে এ বিষয়ে জট অনেকটাই খুলল। মন্ত্রিসভার বৈঠকের পরে বাংলাদেশের মন্ত্রিপরিষদের সচিব মহম্মদ শফিউল আলম এ দিন জানান, ভারতের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক দীর্ঘস্থায়ী করার লক্ষ্যেই বাংলাদেশ সরকার এই চুক্তি করছে। নেপাল ও ভুটানও তাদের দেশে পণ্য নিয়ে যাওয়ার এই সুযোগ নিতে পারে।

চট্টগ্রাম ও মংলা বন্দর থেকে আগরতলা-আখাউড া, ডাউকি-তামাবিল, সুতারকান্দি-শেওলা এবং বিবিরবাজার-শ্রীমন্তপুর চেকপোস্ট পর্যন্ত ভারতীয় পণ্য পাঠানো হবে। সেখান থেকে ভারতীয় ট্রাকে সেই পণ্য যাবে গন্তব্যে।

বিবিধ

সড়ক দাপিয়ে বেড়াচ্ছেন নয় লাখ ভুয়া চালক

৩ আগস্ট ২০১৮, প্রথম আলো

একদিকে অদক্ষ ও লাইসেন্সবিহীন চালক; অন্যদিকে ত্রুটিপূর্ণ বা ফিটনেসবিহীন যানবাহন। এই দুইয়ে মিলে সড়ক-মহাসড়ক অনিরাপদ করে তুলেছে। সারা দেশে এখন ফিটনেসবিহীন (চলাচলের অনুপযোগী) যানবাহনের সংখ্যা প্রায় পাঁচ লাখ। আর যানবাহনের তুলনায় লাইসেন্সধারী চালকের সংখ্যা নয় লাখ কম। অর্থাৎ নয় লাখ যান চালাচ্ছেন ভূয়া বা অদক্ষ চালক।

বিআরটিএর তথ্য অনুসারে, বর্তমানে সারা দেশে যানবাহন আছে ৩৫ লাখ ৪২ হাজার।... ফিটনেস দরকার হয় এমন যানবাহনের প্রায় ৪৩ শতাংশেরই এখন বৈধতা নেই।

অন্যদিকে সারা দেশে লাইসেন্সধারী চালক আছেন প্রায় ২৬ লাখ ৪০ হাজার। এর মধ্যে পেশাদার চালকের সংখ্যা ১২ লাখের একটু বেশি। প্রতিটি যানবাহনের জন্য যদি একজন করেও চালকের দরকার পড়ে, তাহলেও দেশে চালকের ঘাটতি আছে ৯ লাখের বেশি।

সারা দেশে খালি চোখে, অনেক সময় যানবাহন না দেখেই ফিটনেস সনদ দেওয়ার অভিযোগ আছে। বিআরটিএর মিরপুর কার্যালয়ে ভেহিক্যাল ইন্সপেকশন সেন্টার (ভিআইসি) নামে একটি যন্ত্র আছে। সেখানে দিনে শ-খানেক যানবাহন পরীক্ষা করা যায়। কিন্তু সেখানে ফিটনেসের জন্য যানবাহন যায় কয়েক শ।

এবার পাথর উধাও

৫ আগস্ট ২০১৮, সমকাল

বড়পুকুরিয়ায় কয়লা চুরির পর এবার পাথর উধাও। দেশের একমাত্র কঠিন শিলা খনি দিনাজপুরের মধ্যপাড়া থেকে তিন লাখ ৬০ হাজার টন পাথরের হদিস নেই। যার আর্থিক মূল্য ৫৫ কোটি ২৩ লাখ টাকা। যদিও খনি কর্তৃপক্ষ দাবি করছে, এটা হিসাবের ভুল। পদ্ধতিগত লোকসান (সিস্টেম লস) ও মাটির নিচে পাথর দেবে যাওয়ায় এই গরমিল দেখা দিয়েছে। কর্তৃপক্ষ আরও দাবি করেছে, এক বছরে এক লাখ ৬ হাজার ৪৯৬ টন পাথর মাটিতে দেবে গেছে। তারা হিসাবের এই পার্থক্যটুকু কোম্পানির আর্থিক বিবরণীর সঙ্গে সমন্বয় করার দাবি জানিয়েছে।

কোম্পানির পরিচালনা বোর্ড বিষয়টি খতিয়ে দেখতে গত সপ্তাহে একটি তদন্ত কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। তবে কোম্পানির সাবেক কর্মকর্তা ও জ্বালানি বিশেষজ্ঞরা খনি কর্তৃপক্ষের দাবিকে অবাস্তব উলেখ করে বলেছেন, এক বছরেই এক লাখ টন পাথর মাটিতে দেবে যাওয়া অবাস্তব ব্যাপার। মাটিতে দেবে গেলেও তা তোলা সম্ভব। নির্ঘাত পাথর চুরি হয়েছে। তারা আরও বলছেন, কঠিন শিলা খনির দায়দায়িত্বে যারা ছিলেন বা আছেন তাদের জবাবদিহি করা উচিত। এছাড়া সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীলদের গাফিলতি বিশেষ করে এ খনি কোম্পানির পরিচালনা পরিষদ ও পেট্রোবাংলার সঠিক তদারকির অভাবে এমনটি ঘটছে বলে তারা মনে করেন।

জানা গেছে, এ খনি থেকে ২০০৭ সালের ২৫ মে বাণিজ্যিকভাবে পাথর তোলা শুরু হয়। প্রথমে উত্তর কোরিয়ার কোম্পানি নামনাম পাথর তোলার দায়িত্বে ছিল। পরবর্তীকালে বেলারুশের ঠিকাদারি প্রতিষ্ঠান জার্মানিয়া ট্রেস্ট কনসোর্টিয়ামকে এ দায়িত্ব দেওয়া হয়।

নিরীক্ষায় উত্তোলিত ও বিক্রীত পাথরের মধ্যে ব্যবধান অনেক। এর পরিমাণ তিন লাখ ৫৯ হাজার ৮১৬ টন। সংশ্লিষ্টরা এই পাথরের একটা বড় অংশ চুরি হয়েছে বলে দাবি করেছেন। তাদের মতে, কিছু সিস্টেমলস থাকতেই পারে। পাথর মাটির নিচে কিছু দেবেও যেতে পারে। তবে তা এক অর্থবছরে (২০১৬-১৭) এক লাখ টন হতে পারে না। এটা অবাস্তব।

বাণিজ্যিকভাবে পাথর উত্তোলন শুরুর পর থেকে আজ পর্যন্ত কোম্পানিটি কখনও লাভের মুখ দেখেনি। ২০১৬-১৭ অর্থবছর পর্যন্ত কোম্পানির পুঞ্জীভূত নিট লোকসান দাঁড়িয়েছে ৪৭২ কোটি টাকা।...

দিনাজপুরের পার্বতীপুরে ১৯৭৪ সালে পাথর খনিটি আবিষ্কৃত হয়। মজুদের পরিমাণ ১৭৪ মিলিয়ন টন।

উচ্ছেদ হয়ে গেল শেষ ছয় মারমা পরিবার

৯ আগস্ট ২০১৮, ডেইলি স্টার বাংলা

বান্দরবানের সায়িঙ্গা মারমা পাড়ায় একসময় ৪২টি পরিবারের বসবাস ছিল। ভূমিদস্যুদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে গত বছরের মাঝামাঝি পর্যন্ত পাড়াটির ছয়টি পরিবার টিকে ছিল। কিন্তু জীবনের ওপর হুমকির মুখে এ বছরের জানুয়ারি মাসে শেষ পরিবারটিও ভিটে-মাটি ছেড়ে চলে গেছে।

সরকারের বরাদ্দ দেওয়া জুম চাষের জমির ওপর ভূমিদস্যু প্রভাবশালীদের নজর পড়ায় বান্দরবানের পাহাড়ি এলাকার বাসিন্দারা এখন আতঙ্কে দিন কাটাচ্ছেন। উচ্ছেদ হওয়া পাড়াটির পাশের সায়িঙ্গা ত্রিপুরা পাড়ার ২২টি পরিবারকেও এখন হুমকি দেওয়া হচ্ছে বলে অভিযোগ পাওয়া গেছে।

মারমা পাড়াটির হেডম্যান পিনাছা থৈ মারমা জানান, গত জানুয়ারি মাসে তার গ্রামের শেষ পরিবারটিও চলে গেছে। তিনি নিজেই এখন দালু পাড়ায় তার শ্বশুর বাড়িতে বসবাস করছেন।

মারমাদের গ্রাম থেকে উচ্ছেদের পর তাদের ১০০ একর জুম চাষের জমি এখন সিলভান ওয়াই রিসোর্ট এন্ড স্পা লিমিটেডের চেয়ারম্যান জসিম উদ্দিন মন্টুর দখলে। পাড়াটির হেডম্যান বলেন, যুগ যুগ ধরে বসবাস করা পৈত্রিক জমি তারা ছাড়তে চাননি। কিন্তু প্রতিবাদ করতেই বান্দরবান থানায় তাদের নামে একটি মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। পরে পুলিশ তার সঙ্গে তার ছেলেকে আটক করে নিয়ে যায়। জসিম চট্টগ্রাম-১৪ আসনের সাংসদ নজরুল ইসলাম চৌধুরীর ছোট ভাই।

শিক্ষা খাতে ৫২ কোটি ডলার দেবে বিশ্বব্যাংক

১৩ আগস্ট ২০১৮, প্রথম আলো

দেশের মাধ্যমিক শিক্ষা ও শিক্ষার্থীদের 'মান উন্নয়নে' ৫২ কোটি ডলার ঋণ ও অনুদান দেবে বিশ্বব্যাংক। টাকার অঙ্কে এর পরিমাণ প্রায় ৪ হাজার ৩০০ কোটি টাকা।

বিশ্বব্যাংকের এই অর্থের মধ্যে ৫১ কোটি ডলার ঋণ ও এক কোটি ডলার অনুদান হিসেবে পাওয়া যাবে।

বিশ্বব্যাংকের ঋণদাতা সংস্থা ইন্টারন্যাশনাল ডেভেলপমেন্ট অ্যাসোসিয়েশন (আইডিএ) এই ঋণ দেবে। সুদমুক্ত ৬ বছর রেয়াতে শূন্য দশমিক ৭৫ শতাংশ সার্ভিস চার্জে ৩৮ বছরে এই ঋণ পরিশোধ করতে হবে।

বসবাস অযোগ্য শহরের তালিকায় ঢাকা দ্বিতীয়

১৪ আগস্ট ২০১৮, ডেইলি স্টার বাংলা

বিশ্বে বসবাসের সবচেয়ে অযোগ্য শহরের তালিকায় বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকার অবস্থান দ্বিতীয়। যুদ্ধবিধ্বস্ত সিরিয়ার রাজধানী দামেস্ক একমাত্র শহর যা ঢাকার নিচে স্থান পেয়েছে।

অন্যদিকে ইউরোপের দেশ অস্ট্রিয়ার রাজধানী ভিয়েনা সবচেয়ে বাসযোগ্য শহর হিসেবে উঠে এসেছে। গত বছর এই স্থানে ছিল অস্ট্রেলিয়ার মেলবোর্ন। বসবাসযোগ্যতার দিক দিয়ে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের শহরের একটি তালিকা তৈরি করেছে ইকোনমিস্ট ইন্টেলিজেন্স ইউনিট। রাজনৈতিক ও সামাজিক স্থিতিশীলতা, অপরাধের মাত্রা, শিক্ষার সুযোগ ও স্বাস্থ্যসেবার মানের মতো বেশ কিছু সূচক বিবেচনায় নিয়ে সারা বিশ্বের ১৪০টি শহরের ভালো-মন্দ দিক বিবেচনায় নিয়ে তালিকাটি করা হয়েছে।

তালিকার তলার দিক থেকে বিবেচনা করলে সিরিয়ার দামেস্কের ওপর রয়েছে বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা (২), নাইজেরিয়ার লাগোস (৩), পাকিস্তানের করাচি (৪) ও পাপুয়া নিউগিনির পোর্ট মোরেসবাই (৫)।

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফের কর্মসূচিতে গুলি, নিহত ৬

১৮ আগস্ট ২০১৮, বণিকবার্তা

খাগড়াছড়িতে ইউপিডিএফের একটি কর্মসূচি পালনের সময় দলটির সদস্যদের লক্ষ্য করে হামলা চালালে দুইপক্ষের গোলাগুলিতে ছয়জন নিহত হয়েছেন। খাগড়াছড়ি শহরের স্বনির্ভর বাজার এলাকায় সকাল সাড়ে ৮টার দিকে এ ঘটনা ঘটে বলে জানিয়েছেন জেলা প্রশাসক শহিদুল ইসলাম।

নিহতদের মধ্যে তিনজনের নাম জানা গেছে। তারা হলেন, তপন চাকমা, এল্টন চাকমা ও জিতায়ন চাকমা। এর মধ্যে তপন চাকমা ইউপিডিএফ সহযোগী সংগঠন পাহাড়ি ছাত্র পরিষদের জেলা শাখার ভারপ্রাপ্ত সভাপতি এবং এল্টন চাকমা একই সংগঠনের সহ সম্পাদক। জিতায়ন চাকমা সাধারণ পথচারী।

প্রত্যক্ষদর্শীদের বরাত দিয়ে খাগড়াছড়ির পুলিশ সুপার আলী আহমদ খান বলেন, ইউপিডিএফের প্রতিপক্ষ জেএসএস ও ইউপিডিএফ গণতান্ত্রিকের সন্ত্রাসীরা এই হামলা চালিয়েছে। তবে তদন্তের পর এ বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা যাবে। আধিপত্য বিস্তারের দ্বন্দ্বে এই হামলা হয়ে থাকতে পারে।

লামায় দুই ত্রিপুরা কিশোরীকে ধর্ষণের অভিযোগ

২৪ আগস্ট ২০১৮, প্রথম আলো

বান্দরবানের লামায় দুই ত্রিপুরা কিশোরীকে গত বুধবার রাতে বাড়ি থেকে ডেকে নিয়ে বর্ডার গার্ড বাংলাদেশের (বিজিবি) দুই সদস্য ধর্ষণ করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে। পুলিশের কাছে এই দুই কিশোরী ধর্ষণের কথা জানিয়ে থানায় মামলা করেছে।

লামা থানার ভারপ্রাপ্ত কর্মকর্তা (ওসি) আপ্পেলা রাজু নাহা জানান, গত বৃহস্পতিবার রাতে ধর্ষণের অভিযোগে মামলা হয়েছে। এ ঘটনায় কাউকে এখন পর্যন্ত আটক করা হয়নি।

স্থানীয় লোকজন বলছেন, উপজেলার ফাসিয়াখালী ইউনিয়নের একটি বিজিবি ক্যাম্পের তিন সদস্য বুধবার রাত ১০টার দিকে অস্ত্রসহ ত্রিপুরাপাড়ায় যান। তাঁরা পাড়ার এক গৃহিণীর মাধ্যমে দুই কিশোরীকে পাড়া থেকে কিছু দুরে জঙ্গলে ডেকে নেন। সেখানে তিন বিজিবি সদস্যের একজন পাহারায় থাকেন। আর দুজন অস্ত্রের ভয় দেখিয়ে দুই কিশোরীকে ধর্ষণ করেন।

চামড়ার বাজারে ধস

২৫ আগস্ট ২০১৮, প্রথম আলো

কোরবানির পশুর চামড়ার বাজারে ধস নেমেছে। সারা দেশে প্রায় একই পরিস্থিতি। এক লাখ টাকা দামের গরুর চামড়া ১ হাজার টাকায়ও বিক্রি হয়নি। অথচ তিন-চার বছর আগে ৫০ হাজার টাকা দামের গরুর চামড়াই কেনাবেচা হতো ২ থেকে ৩ হাজার টাকায়।

এবারের ঈদের আগে ব্যবসায়ীদের সঙ্গে বসে সরকার চামড়ার দাম আগেরবারের চেয়েও কম নির্ধারণ করে দিয়েছিল। অথচ কোরবানির পর এমন হয়েছে যে সেই দরও ঠিক থাকেনি। অর্থাৎ কোরবানির পশুর চামড়া কেনাবেচা হয়েছে সরকার-নির্ধারিত দরের চেয়েও কমে। চামড়ার পাইকারি ও খুচরা ব্যবসায়ী এবং আড়তদার সমিতির নেতাদের সঙ্গে কথা বলে এ তথ্য পাওয়া গেছে।

সরকারের বেঁধে দেওয়া দাম হচ্ছে ঢাকায় প্রতি বর্গফুট গরুর চামড়া ৪৫ থেকে ৫০ টাকা এবং ঢাকার বাইরে ৩৫ থেকে ৪০ টাকা। এ ছাড়া সারা দেশে খাসির চামড়া প্রতি বর্গফুট ১৮ থেকে ২০ টাকা এবং বকরির চামড়া ১৩ থেকে ১৫ টাকা।

বাস্তবে এর চেয়েও কম দামে চামড়া কেনাবেচা হয়েছে কোরবানির দিন ও তার পরের দিন। মৌসুমি ব্যবসায়ীরা গড়ে ৫০০ থেকে ৬০০ টাকায় চামড়া কিনেছেন। আর ঢাকার বাইরে কেনাবেচা হয়েছে গড়ে ৪০০ থেকে ৫০০ টাকা দরে। অথচ লবণ দেওয়ার পরে কোরবানির গরুর প্রতিটি ২০ থেকে ৩৫ বর্গফুট চামড়া ১ হাজার থেকে ১ হাজার ৭৫০ টাকায় কেনাবেচা হওয়ার কথা।

সড়কে মৃত্যুর মিছিল, চার দিনে নিহত ৩৫

২৫ আগস্ট ২০১৮, প্রথম আলো

নিরাপদ সড়কের দাবীতে চলতি মাসেই সারা দেশে শিক্ষার্থীরা রাস্তায় নেমেছিল। আর এর কয়েকদিন পরই ঈদের ছুটিতে দেশের সড়ক-মহাসড়কগুলোতে নেমেছে মৃত্যুর মিছিল। ঈদের ছুটি শুরুর আগের ১৮ ঘন্টায় সড়কে প্রাণ গেছে ২৯ জনের। আহত হয়েছেন শতাধিক। আর ঈদের আগে-পরে চারদিনে নিহতের সংখ্যা দাড়িয়েছে ৩৫ জনে। আহত আরও দেড় শতাধিক। সবমিলিয়ে প্রথম আলোর পাওয়া তথ্য অনুয়ায়ী গত ৫৪৭ দিনে দেশের সড়কে প্রাণ গেছে ৪ হাজার ৯৩৬ জনের।

নিরাপদ সড়কের দাবীতে আন্দোলনেও সড়ক ব্যবস্থাপনায় তেমন কোন পরিবর্তন আসেনি। এমনকি ঈদযাত্রায় যানজটে প্রচণ্ড দুর্ভোগ পোহাতে হয়েছে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চল ও উত্তরবঙ্গগামী মানুষকে। অন্য মহাসড়কগুলোতেও ছিল ধীরগতি। এর মধ্যেই ঘটেছে দুর্ঘটনা।

সেই বাস ছিল ভাঙ্গারি হিসেবে নিলামে কেনা!

২৭ আগস্ট ২০১৮, কালের কণ্ঠ

নাটোরের বনপাড়ায় লেগুনার সঙ্গে সংঘর্ষে ১৫ জন নিহত হওয়ার ঘটনায় জড়িত বাসটি ছিল নিলামে স্ক্র্যাপ (ভাঙ্গারি) হিসেবে বিক্রি করা অচল বাস। ভাঙ্গারি মাল হিসেবে বাসটি কিনে কিছু মেরামত আর রংচং করে সেটি মহাসড়কে নামানো হয়েছিল। পাঁচ বছর ধরে রুট পারমিট ও ফিটনেসের কাগজপত্র ছাড়াই বাসটি মহাসড়কে চলাচল করছিল। এর মালিক বগুড়ার মঞ্জু সরকার। তিনি এখন বগুড়ায় পুলিশ হেফাজতে রয়েছেন। রবিবার দিনভর তাঁকে ছাড়িয়ে নিতে বাস মালিক সমিতি ও শ্রমিক নেতাদের দৌড়ঝাঁপ দেখা গেছে।

অনুসন্ধানে জানা গেছে, দুর্ঘটনাকবলিত বাসটি (ঢাকা মেট্রো-চ-৫৬৬৯) একসময় বিআরটিসির মালিকানাধীন ছিল। কয়েক বছর আগে বিআরটিসি কর্তৃপক্ষ বাসটি পরিত্যক্ত ঘোষণা করে। এরপর স্ক্র্যাপ (ভাঙ্গারি) মাল হিসেবে সেটি নিলামে তোলা হয়। মঞ্জু সরকার সেটি কিনে নেন। এরপর তিনি গাড়ির যন্ত্রাংশ খুলে বিক্রি না করে সেই অচল বাসে নতুন করে বডি লাগিয়ে নেন। এরপর করা হয় রং। চ্যালেঞ্জার নামে পাঁচ বছর আগে রুট পারমিট ও ফিটনেস ছাড়াই বগুড়া-কুষ্টিয়া রুটে যাত্রী পরিবহন শুরু করে বাসটি।

ভয়ঙ্কর পদ্মা, হুমকিতে নড়িয়া

০৮ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ডেইলি স্টার বাংলা

পদ্মার এই ভয়ঙ্কর রূপ আগে দেখেনি শরীয়তপুরের নড়িয়া উপজেলার বাসিন্দারা। সর্বগ্রাসী পদ্মার ভাঙনে বিলীন হতে চলেছে পদ্মা সেতু নির্মাণের স্থান থেকে ২০ কিলোমিটার দূরে অবস্থিত এই উপজেলার বেশ কিছু ইউনিয়ন।

স্থানীয়দের আশঙ্কা, পাঁচ থেকে ছয় বছর আগে পদ্মার ডান পাড়ে শুরু হওয়া এই ভাঙনে এক সময় পৌরসভা এলাকা বিলীন হয়ে যেতে পারে। মইনুদ্দীন মাতবর নামের স্থানীয় এক বাসিন্দা বলেন, নড়িয়া এই দিকটায় আগে পদ্মার ভাঙন ছিল না। কিন্তু পাঁচ থেকে ছয় বছর ধরে এটি ভাঙতে শুরু করেছে।

স্থানীয়দের দাবি, মাওয়ায় পদ্মা সেতুর জন্য নদী শাসন প্রকল্পের কাজ শুরুর পরই নদীর ডান পাড় ভাঙতে শুরু করেছে। এ বছর ভাঙন আরও বেশি হচ্ছে বলে জানান তারা।

হিমালয় থেকে উৎপন্ন গঙ্গার প্রধান শাখা পদ্মা বঙ্গোপসাগরে মিশেছে। গতিপথের দিক থেকে পৃথিবীর কয়েকটি রহস্যময় নদীর মধ্যে পদ্মা একটি। ফরিদপুর নদী গবেষণা ইন্সটিটিউটের প্রধান বৈজ্ঞানিক কর্মকর্তা স্বপন কুমার দাস বলেন, 'আমি বলতে পারব না কেন নদীর ডান দিকে ভাঙন শুরু হয়েছে। তবে পদ্মা তার গতিপথ পরিবর্তন করেছে।' এর কারণ জানতে খুব তাড়াতাড়ি জরিপ করা হবেও বলে জানান এই কর্মকর্তা।

বাংলাদেশ পানি উন্নয়ন বোর্ডের প্রকৌশলী সাইফুল ইসলাম শেখের দাবি, নদী ভাঙনের সঙ্গে নদী শাসন প্রকল্পের কোনো সম্পর্ক নেই।

দিনে ৩০ জনের আত্মহত্যা!

১০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, আমাদের সময়

বাংলাদেশের অন্যান্য সামাজিক সমস্যার মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতাও একটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা। ১৪ থেকে ২৯ বছর বয়সীদের মৃত্যুর দ্বিতীয় বৃহত্তম কারণ এটি। প্রতিবছরই তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। গত বছর দেশে আত্মহত্যা করে ১১ হাজার ৯৫ জন, দিনে যা ৩০ জনেরও বেশি।

জাতীয় মানসিক সংস্থা এবং পুলিশ সদর দপ্তরের পরিসংখ্যান থেকে এ তথ্য জানা যায়।

বিশেষজ্ঞদের মতে, মাদকসেবন বেড়ে যাওয়া, কর্মসংস্থানের অভাব, পারিবারিক কলহ, নির্যাতন, ভালোবাসায় ব্যর্থতা, পরীক্ষায় অকৃতকার্য, বেকারত্ব, যৌন নির্যাতন, অপ্রত্যাশিত গর্ভধারণসহ বিভিন্ন কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা বাড়ছে।

পরিসংখ্যান বলছে, ২০১৬ সালে ১০ হাজার ৬০০, তার আগের বছর সাড়ে ১০ হাজার, ২০১৪ সালে ১০ হাজার ২০০ জন, ২০১৩ সালে ১০ হাজার ১২৯ জন, ২০১২ সলে ১০ হাজার ১০৮ জন, ২০১১ সালে ৯ হাজার ৬৪২ জন, ২০১০ সালে ৯ হাজার ৯৬৫ জন আত্মহত্যা করেছেন। এর মধ্যে পুরুষের চেয়ে নারীই বেশি।

উদ্ভাবনী দেশের তালিকায় এশিয়ায় সর্বনিম্নে বাংলাদেশ

১৪ সেপ্টেম্বর ২০১৮, ডেইলি স্টার বাংলা

এশিয়া মহাদেশে উদ্ভাবনী দেশের তালিকায় সর্বনিম্ন অবস্থানে রয়েছে বাংলাদেশ। যেখানে শীর্ষস্থান দখল করেছে সিঙ্গাপুর।

গ্লোবাল ইনোভেশন ইনডেক্স ২০১৮'র প্রতিবেদনে বলা হয়েছে বাংলাদেশ, কাজাখস্তান, শ্রীলঙ্কা, নেপাল, পাকিস্তানসহ তালিকায় নিচের দিকে থাকা দেশগুলি ভবিষ্যতে উত্তরোত্তর উদ্ভাবনের মাধ্যমে উপকৃত হবে।

এই প্রতিবেদনে পরবর্তী এক দশকে জ্বালানি ক্ষেত্রে উদ্ভাবন, উৎপাদন, সংরক্ষণ, বিতরণ এবং ব্যবহারের মতো ক্ষেত্রগুলো, যেখানে সফলতা অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে তা বিশ্লেষণ করা হয়েছে। গবেষণা প্রতিবেদনটিতে আরও দেখানো হয়েছে কিভাবে তৃণমূল পর্যায় থেকে উদ্ভাবনের সূচনা হয় ও পর্যায়ক্রমে তার উন্নয়ন ঘটে।

প্রতিবেদন বলছে, মিয়ানমার ও পাকিস্তানের মতোই বাংলাদেশও ২০১৮ ও ২০১৯ সালে উদ্ভাবনের সূচকে ৫ শতাংশ প্রবৃদ্ধি অর্জনের সম্ভাবনা রয়েছে। অপরদিকে সিঙ্গাপুর, দক্ষিণ কোরিয়া এবং জাপান এশিয়ার সেরা উদ্ভাবনী দেশ হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে।...

সরকারের হুমকিতে দেশ ছেড়েছি: সুরেন্দ্র সিনহা

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, বিবিসি বাংলা

বাংলাদেশের সাবেক প্রধান বিচারপতি সুরেন্দ্র কুমার সিনহা একটি আত্মজীবনীমূলক বই প্রকাশ করেছেন যেখানে তিনি দাবি করছেন তাকে সরকারের চাপ এবং হুমকির মুখে দেশত্যাগ করতে হয়েছে।

বিচারপতি সিনহার বই 'এ ব্রোকেন ড্রিম: রুল অব ল, হিউম্যান রাইটস এন্ড ডেমোক্রেসি' মাত্রই প্রকাশিত হয়েছে এবং এটি এখন আমাজনে কিনতে পাওয়া যাচ্ছে।

এই বইতে বিচারপতি সিনহা সবিস্তারে বর্ণনা করেছেন কোন পরিপ্রেক্ষিতে সরকারের সঙ্গে তার বিরোধ তৈরি হয়েছিল, এবং কিভাবে তাকে দেশত্যাগে বাধ্য করা হয়, এবং তারপর কেন তিনি প্রধান বিচারপতির পদ থেকে পদত্যাগে বাধ্য হন।

তিনি দাবি করেন, বাংলাদেশের সামরিক গোয়েন্দা সংস্থা ডিজিএফআইয়ের হুমকি ও ভীতি প্রদর্শনের মুখে তিনি দেশ ছেড়েছেন। বিচারপতি সিনহা লিখেছেন, বাংলাদেশের সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিলের রায়টি যেন সরকারের পক্ষ যায়, সেজন্যে তার ওপর 'সরকারের সর্বোচ্চ মহল থেকে চাপ তৈরি করা হয়েছিল।'

মি. সিনহার পদত্যাগের ঘটনা ঘটেছিল ২০১৭ সালে সংবিধানের ষোড়শ সংশোধনী বাতিল সংক্রান্ত একটি মামলার আপিলের রায়কে কেন্দ্র করে। এ রায় নিয়ে ক্ষমতাসীন আওয়ামী লীগ এবং সরকারের কাছ থেকে প্রচণ্ড চাপের মুখে বিচারপতি সিনহা দেশ ছেড়ে যান বলে অভিযোগ রয়েছে।

প্রধানমন্ত্রীকে আল্লামা শফীর অভিনন্দন

২০ সেপ্টেম্বর ২০১৮, প্রথম আলো

কওমি মাদ্রাসার সর্বোচ্চ স্তর দাওরায়ে হাদিসকে মাস্টার্সের (স্নাতকোত্তর ডিগ্রি) সমমর্যাদা দিয়ে স্বীকৃতির বিল জাতীয় সংসদে পাস করায় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনাকে অভিনন্দন ও ধন্যবাদ জানিয়েছেন হেফাজতের আমির এবং কওমি মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড বেফাক ও আল-হাইয়াতুল উলয়া লিল জামিয়াতিল কওমিয়ার চেয়ারম্যান আলামা শাহ আহমদ শফী। প্রধানমন্ত্রীর পাশাপাশি জাতীয় সংসদের স্পিকার, শিক্ষামন্ত্রী, সংসদ সদস্য ও সংশ্লিষ্ট সবাইকে অভিনন্দন জানান তিনি।

গণমাধ্যমে আজ বৃহস্পতিবার পাঠানো এক বিবৃতিতে শাহ আহমদ শফী বলেন, 'কওমি শিক্ষাব্যবস্থার স্বীকৃতি দেশের লাখো আলেম-ছাত্রসমাজের প্রাণের দাবি ছিল। দীর্ঘদিন যাবৎ আমরা এ জন্য চেষ্টা করে আসছি। জাতীয় সংসদে সর্বসম্মতিতে বিলটি পাস হওয়ায় আমাদের দাবি পূর্ণতা পেল। আগামী প্রজন্মের পথচলা আরও সুগম হলো।'

এবার অবসরপ্রাপ্ত সরকারি কর্মচারীদের সুবিধা বাড়ল

০৯ অক্টোবর ২০১৮, প্রথম আলো

সরকারি চাকরি থেকে অবসর নেওয়ার পর পেনশনের পুরো টাকা যাঁরা তুলে নিয়েছিলেন, তাঁরাও এখন মাসিক পেনশন পাবেন। শুধু তা-ই নয়, প্রতিবছর ৫ শতাংশ হারে ইনক্রিমেন্টও (বার্ষিক বৃদ্ধি) পাবেন তাঁরা। ভোটের আগে এই সিদ্ধান্ত দিয়ে অর্থ মন্ত্রণালয়ের অর্থ বিভাগ গতকাল একটি প্রজ্ঞাপন জারি করেছে।

অবসরে যাওয়া সরকারি কর্মচারীদের আর্থিক ও সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করতে সরকার সিদ্ধান্তটি নিয়েছে বলে প্রজ্ঞাপনে উল্লেখ করা হয়। ২০১৭ সালের ১ জুলাই থেকে এই সিদ্ধান্ত কার্যকর। বর্তমানে তাঁরা মাসিক পেনশন পান না। তাঁরা কেবল দুটি উৎসব ভাতা, বাংলা নববর্ষ ভাতা ও মাসিক চিকিৎসা ভাতা পান। প্রজ্ঞাপনে বলা হয়েছে, শতভাগ পেনশন সমর্পণকারী, অর্থাৎ যেসব সরকারি কর্মচারী পেনশনের পুরো টাকা তুলে নিয়েছেন, অবসরের তারিখ থেকে ১৫ বছর পার হলে তাঁরা আবার মাসিক পেনশন পাবেন।

এর আগে চাকরি স্থায়ী হওয়া সব সরকারি কর্মচারীর জন্য ১ অক্টোবর থেকে বাড়ি তৈরি বা ফ্ল্যাট কেনার জন্য ৭৫ লাখ টাকা পর্যন্ত ঋণের সুবিধা দিয়েছে সরকার। ঋণের বিপরীতে কর্মচারীদের পরিশোধ করতে হবে ৫ শতাংশ সুদ। বাকি সুদ রাষ্ট্রীয় কোষাগার থেকে ভর্তুকি হিসেবে দেওয়া হবে। অর্থ বিভাগের একটি হিসাব বলছে, বছরে সরকারকে ভর্তুকি দিতে হবে প্রায় ১ হাজার কোটি টাকা করে।

গৃহঋণের আগে উপসচিব থেকে শুরু করে তারও উচ্চ পদের সরকারি কর্মচারীদের গাড়ি কেনার জন্য সরকার এককালীন ৩০ লাখ টাকা করে ঋণ দিয়ে আসছে। 'বিশেষ অগ্রিম' নামের এই ঋণের বিপরীতে তাঁদের কোনো সুদ দিতে হচ্ছে না। এমনকি সেই টাকা দিয়ে কেনা গাড়ির রক্ষণাবেক্ষণ, তেল খরচ ও চালকের বেতন বাবদ সরকার তাঁদের আরও দিচ্ছে মাসে ৫০ হাজার টাকা করে।